পাক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

আহমদী

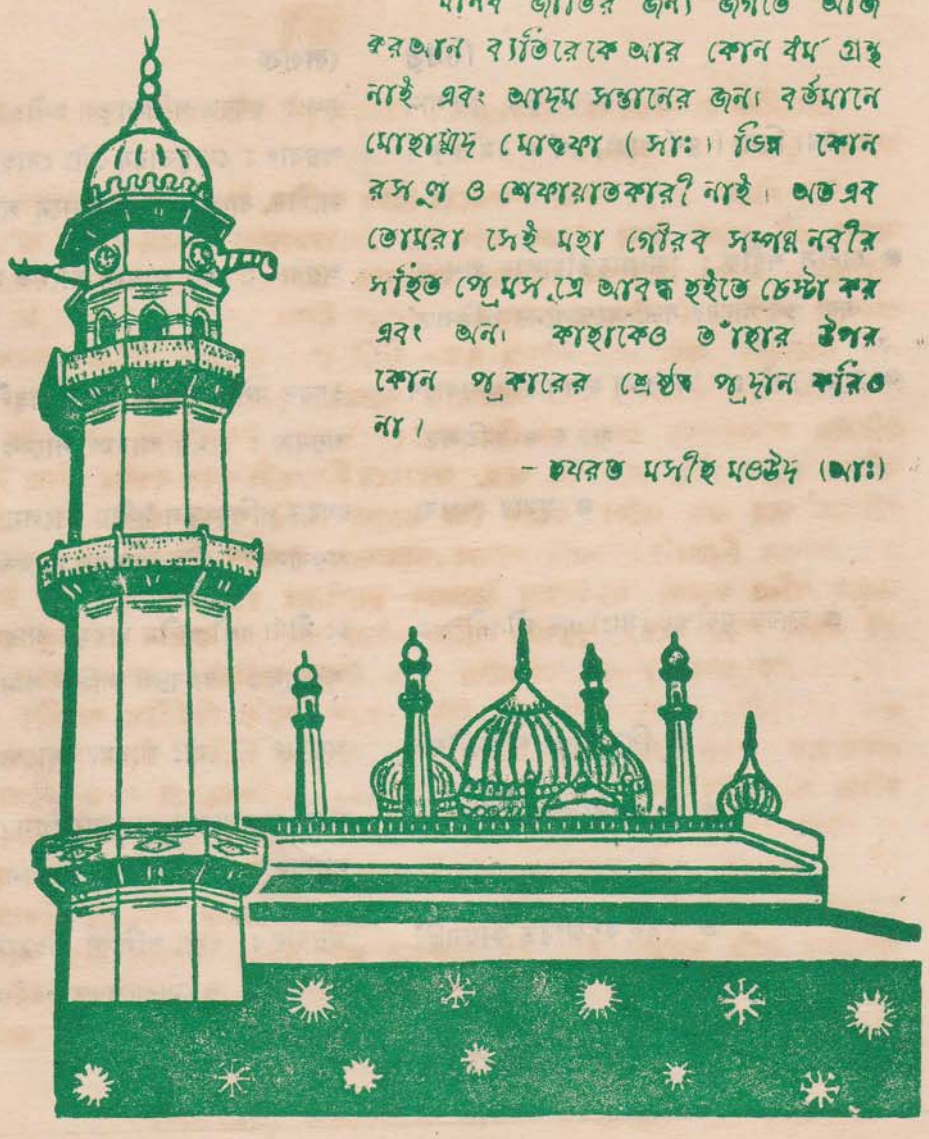

মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্ম গ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।

– হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

সম্পাদক : এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩৫ বর্ষ ॥ ২০শ সংখ্যা

১৬ই ফাল্গুন ১৩৮৮ বাংলা ॥ ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮২ ইং ॥ ৩রা জমাদিউল আউয়াল ১৪০২ হিঃ

বার্ষিক চাঁদা ॥ বাঙলাদেশ ও ভারত ১৫ 00 টাকা ॥ অন্যান্য দেশ ৩ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক
আহ্‌মদী

২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮২

৩৫শ বর্ষ
২০শ সংখ্যা

বিষয়	লেখক	
* তরজামাতুল কুরআন সুরা নিসা (৪র্থ পারা, ৪র্থ ও ৫ম রুকু)	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মোহ্‌তারম মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া	১
* হাদীস শরীফ : 'আল্লাহতায়ালার প্রশংসা এবং গুণ-গানের সভা-সম্মেলনের ফজিলত'	অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	৩
* অমৃত বাণী : 'সালানা জলসার অসাধারণ গুরুত্ব ও ফজিলত'	হযরত মসীহ মওউদ ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	৪
* জুমার খোৎবা	হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	৬
* হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর জীবনী—৯	হঃ মীর্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রাঃ) অনুবাদ : আবদুল লতিফ খান	১১
* সিতারা-এ-আহমদীয়ত	অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	১৩
* তুশ থেকে পরিত্রাণ—৩	স্যার মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ খান চৌধুরী অনুবাদ : মোঃ খলিলুর রহমান	১৭
* 'সেই রহস্যাবৃত কাফনটি'	অনুবাদ : মোঃ খলিলুর রহমান ও মোবাশ্বেরুর রহমান	২০
* সংবাদ		২৩

দোওয়ার আবেদন

মোহতারম আমীর সাহেব, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া জ্বর ও আমাশা বশতঃ অসুস্থ হইয়া পড়েন। এখন আল্লাহতায়ালার ফজলে তিনি আরোগ্যের পথে। তাঁহার পূর্ণ স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ুর জন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নীর নিকট খাসভাবে দোওয়ার আবেদন জানান যাইতেছে।

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ের ৩৫শ বর্ষ : ২০শ সংখ্যা

১৬ই ফাল্গুন, ১৩৮৮ বাংলা : ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮২ ইং : ২৮শে তবলীগ ১৩৬১ হিঃ শামসী

সুরা নিসা

[মদীনায় অবতীর্ণ। ইহাতে বিসমিল্লাহ্ সহ ১৭৭ আয়াত ও ২৪ রুকুআছে]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—৩)

৪র্থ পারা **৪র্থ রুকু**

২৪। তোমাদের উপর হারাম করা হইল, তোমাদের মাতাগণ এবং তোমাদের কন্যাগণ এবং তোমাদের ভগ্নীগণ এবং তোমাদের ফুফুগণ এবং তোমাদের খালাগণ এবং (তোমাদের) ভ্রাতুষ্পুত্রীগণ এবং (তোমাদের) ভাগিনেয়ীগণ এবং তোমাদের স্তন্যপায়িনী ধাত্রী মাতাগণ এবং তোমাদের দুগ্ধ ভাগিনিগণ এবং তোমাদের শ্বাশুড়ীগণ এবং তোমাদের লালনপালনাধীন সংকন্যাগণ, যাহারা সেই স্ত্রীগণের গর্ভজাত, যাহাদের সহিত তোমরা সহবাস করিয়াছ যদি তোমরা তাহাদের সহিত সহবাস না করিয়া থাক, তাহা হইলে তোমাদের উপর কোন পাপ বর্তিবে না এবং তোমাদের ঔরসজাত সন্তানদের স্ত্রীগণ, এবং (ইহাও) যে, তোমরা দুই ভগ্নীকে (বিবাহ দ্বারা) একত্র কর কিন্তু যাহা পূর্বে হইয়াছে, হইয়াছে ; নিশ্চয় আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল, বার বার রহমকারী।

৫ম পারা

২৫। এবং মহিলাদের মধ্য হইতে সধবা স্ত্রীগণ (তোমাদের উপর হারাম করা হইল), তাহারা ব্যতিরেকে যাহারা তোমাদের অধিকারভূক্ত হইয়াছে, ইহা আল্লাহ্ তোমাদের উপর ফরয করিয়াছেন, এবং উহারা (অর্থাৎ উপরে বর্ণিত স্ত্রীলোকগণ) ব্যতিরেকে বাকি সকলকে (বিবাহের পর) তোমাদের জন্য হালাল করা হইয়াছে, (অর্থাৎ এইভাবে) যে তোমরা আপন অর্থ দ্বারা তাহাদিগকে চাহ যথাবিধি বিবাহ করিয়া, ব্যভিচারী না হইয়া ; অতঃপর এই শর্তও রহিয়াছে যে যদি তোমরা এই পন্থায় তাহাদের নিকট হইতে উপকার লাভ করিয়া থাক তাহা হইলে তাহাদিগকে তাহাদের নির্ধারিত দেন মোহর আদায় কর ; নির্ধারণের পর যাহাতে (অর্থাৎ কমি-বেশীতে) তোমরা পরস্পর একমত হও, উহার সম্বন্ধে তোমাদের উপর কোন পাপ বর্তিবে না, নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, পরম হিকমত ওয়ালা।

২৬। এবং তোমাদের মধ্যে যাহারা স্বাধীনা মোমেনগণকে বিবাহ করিবার সামর্থ রাখে না, সে তোমাদের অধিকারভূক্ত মোমেনা দাসীদের মধ্য হইতে কাহাকেও বিবাহ করিবে এবং আল্লাহ্ তোমাদের ঈমান সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা উত্তম জানেন, তোমরা একে অপর হইতে উদ্ভুত, সুতরাং তাহারা সতী-সাধ্বী হইলে এবং ব্যভিচারিণী ও গুপ্ত প্রেমকারিণী না হইলে তাহাদিগকে তাহাদের মালিকদের অনুমতিক্রমে বিবাহ কর এবং তাহাদিগকে তাহাদের দেনমোহর ন্যায়সঙ্গতভাবে দাও; অতঃপর যখন তাহারা বিবাহে আবদ্ধ হয় তখন তাহারা অশ্লীলতায় লিপ্ত হইলে তাহাদের জন্য স্বাধীনা নারীদের তুলনায় অর্ধেক শাস্তি হইবে; এই ব্যবস্থা অর্থাৎ অনুমতি তাহার জন্য যে তোমাদের মধ্যে পাপে লিপ্ত হইতে ভয় করে, এবং তোমাদের ধৈর্য ধারণ তোমাদের জন্য উত্তম, এবং আল্লাহ্ বড়ই ক্ষমাশীল ও বার বার রহমকারী।

৫ম রুকু

২৭। আল্লাহ্ তোমাদিগকে বিশদভাবে বর্ণনা করিয়া দিতে এবং তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের পথসমূহ দেখাইয়া দিতে এবং তোমাদের প্রতি সদয় হইতে চাহেন, এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, পরম হিকমতওয়ালা।

২৮। বস্তুতঃ আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি সদয় হইতে চাহেন, কিন্তু যাহারা কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তাহারা চাহে যেন তোমরা (গর্হিত কাজের দিকে) একান্ত ভাবে ঝুকিয়া পড়।

২৯। আল্লাহ্ তোমাদের ভার লঘু করিতে চাহেন কারণ মানুষকে দুর্বল করিয়া সৃষ্টি করা হইয়াছে।

৩০। হে ঈমানদারগণ! তোমারা নিজেদের মাল পরস্পর অন্যায়ভাবে খাইওনা তবে তোমাদের পরস্পরের সম্মতিক্রমে ব্যবসার মাধ্যমে অর্জিত মাল বৈধ হইবে এবং তোমরা নিজেরা নিজেকে হত্যা করিও না; নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি বার বার রহমকারী।

৩১। এবং যে কেহ সীমা লঙ্ঘন ও যুলুম করিয়া উহা (অর্থাৎ অন্যের মাল) গ্রাস করিবে আমরা নিশ্চয় তাহাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিব এবং ইহা আল্লাহ্র জন্য সহজ।

৩২। তোমাদিগকে যাহা করিতে নিষেধ করা হইতেছে সেইগুলির মধ্যে গুরুতরগুলি হইতে যদি তোমরা বিরত থাক তবে আমরা তোমাদের অপরাধ সমূহ আবৃত করিয়া দিব এবং তোমাদিগকে সম্মানজনক স্থানে দাখিল করিব।

৩৩। আল্লাহ্ তোমাদের মধ্যে যদ্দারা কতককে কতকের উপর ফযিলত দান করিয়াছেন তোমরা উহার লালসা করিও না; পুরুষগণ যাহা উপার্জন করে উহা হইতে তাহাদের জন্য অংশ আছে এবং নারীগণ যাহা উপার্জন করে উহা হইতে তাহাদের জন্য অংশ আছে এবং তোমরা আল্লাহ্র নিকট হইতেই তাঁহার ফজলের অংশ প্রার্থনা কর; আল্লাহ্ নিশ্চয় প্রত্যেক বিষয়ই উত্তমরূপে জানেন।

৩৪। এবং প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যাহা সে ছাড়িয়া যায় উহার সম্বন্ধে আমরা ওয়ারিস নির্ধারিত করিয়াছি, তাহারা হইল পিতামাতা এবং নিকটতম আত্মীয়গণ এবং তাহারাও যাহাদের সহিত তোমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়াছে (অর্থাৎ স্বামী বা স্ত্রী), সুতরাং তাহাদিগকেও তাহাদের নির্ধারিত অংশ দাও; নিশ্চয় আল্লাহ সকল বিষয়ে সাক্ষী।

(ক্রমশঃ)

["তফসীরে সগীর" হইতে পবিত্র কুরআনের তরজমার বঙ্গানুবাদ]

হাদিস শরীফ

আল্লাহতায়ালার প্রশংসা এবং গুণ-গানের উদ্দেশ্যে সভা-সম্মেলনের ফজিলত

১) হযরত আমীর মুদিয়া রাঃ বর্ণনা করেন যে একবার হযরত রসুলুল্লাহ সাঃ সাহাবার এক মজলিসে আগমন করিলেন এবং তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা এখানে একত্রে বসিয়া কি করিতেছেন? সাহাবারা উত্তরে বলিলেন যে আল্লাহ্তায়ালা আমাদিগকে যে ইসলামের পথ দেখাইয়াছেন এবং বহুবিধ কল্যাণ দান করিয়াছেন সেই এহসানের জন্য আমরা সম্মিলিত হইয়া পরস্পর বসিয়া আল্লাহ্র প্রশংসা করিতেছি।' রসুল করীম (সাঃ) বলিলেন, শুন, আমি তোমাদের নিকট মিথ্যার অপবাদের কারণে হলফ গ্রহণ করিতেছি না। আমার নিকট তো এখনই জিব্রাইল আসিয়া ছিলেন। তিনি আমাকে খবর দিয়াছেন যে আল্লাহতায়ালা তোমাদের জন্য তাঁহার ফেরেশতাগণের নিকট গর্ব করেন।'

(মুসলিম)

২) "যখন কোন জাতির লোক আল্লাহকে স্মরণ করার উদ্দেশ্যে পরস্পর মিলিত হইয়া বসে তখন ফেরেশতাগণ আসমান হইতে তাহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলে, আল্লাহর রহমত তাহাদিগের উপর বিস্তার লাভ করে, প্রশান্তি তাহাদিগের উপর অবতীর্ণ হয় এবং আল্লাহতালা সন্তুষ্ট হইয়া ফেরেশতাগণের মধ্যে তাহাদের কথা উল্লেখ করেন।" (মুসলিম)

৩) "আমি কি তোমাদিগকে সেই আমল সম্বন্ধে অবহিত করিব না, যাহা হইল তোমাদের উৎকৃষ্ট আমল, যাহা তোমাদের প্রভু ও মালিকের দৃষ্টিতে সর্বাধিক পবিত্র আমল, যাহা স্বর্ণ রৌপ্য ও ধন-সম্পদ খরচ করার চাইতেও তোমাদের জন্য উত্তম আমল, যাহা তোমাদের শত্রুর সম্মুখীন হইয়া তোমরা তাহাদের শিরোচ্ছেদ কর এবং তাহারা তোমাদের শিরোচ্ছেদ করে তাহা হইতেও উত্তম আমল?" সাহাবা নিবেদন করিলেন, হে রসুলুল্লাহ! তাহা আমাদিগকে নিশ্চয় অবগত করুন।' নবী করীম সাঃ বলিলেন, তাহা হইল মহান আল্লাহকে স্মরণ করা।"

(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল)

৪) "যে ব্যক্তি তাহার প্রভু আল্লাহকে স্মরণ করে সে জীবিতের ন্যায় এবং যে ব্যক্তি তাহা করে না সে মৃতের ন্যায়।"

(বোখারী, মুসলিম)

অনুবাদ: **মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ**
সদর মুরুব্বী

হযরত ইমাম
মাহ্‌দী (আঃ)-এর

অমৃত বানী

সালানা জলসার অসাধারণ গুরুত্ব ও ফজিলত

যথাসম্ভব সকল বন্ধুরই সালানা জলসায় নিশ্চয় শরীক হওয়া উচিৎ। আমি দোওয়া করি যে জলসায় যোগদান করীগণকে আল্লাহ্‌তায়ালা যেন বিপুল পুরস্কারে ভুষিত করেন। আমীন।

জলসার গুরুত্ব এবং যোগদানের তাকীদ

"বহুবিধ কল্যাণময় উদ্দেশ্য ও উপকরণ সমন্বিত এই জলসায় পথ খরচে সামর্থবান সকল ব্যক্তিরই যোগদান করা আবশ্যকীয়। এরূপ ব্যক্তিগণ যেন প্রয়োজনীয় বিছনা-পত্র ইত্যাদিও সঙ্গে আনেন এবং আল্লাহ্‌ ও তাঁহার রসুলের (সন্তুষ্টি লাভের) পথে সামান্য বাধা-বিপত্তিকে ভ্রুক্ষেপ না করেন। খোদাতায়ালা মুখলেস (খাঁটি ও সরল ব্যক্তি) গণকে পদে পদে সওয়াব প্রদান করিয়া থাকেন এবং তাঁহার পথে কোন পরিশ্রম ও কষ্ট ব্যর্থ যায় না।

পুনঃ লিখিতেছি যে, এই জলসাকে সাধারণ জলসাগুলির ন্যায় মনে করিবেন না। ইহা সেই বিষয়, যাহার ভিত্তি একান্তভাবে সত্যের সমর্থন এবং ইসলামের কলেমার মর্যাদা বৃদ্ধির উপরে স্থাপিত। ইহার ভিত্তি-প্রস্তর আল্লাহ্‌তায়ালা নিজ হস্তে রাখিয়াছেন এবং ইহার জন্য জাতি সমূহকে প্রস্তুত করিয়াছেন, যাহারা অচিরেই আসিয়া ইহাতে যোগদান করিবে। কেননা ইহা সেই সর্বশক্তিমানের কার্য, যাঁহার সম্মুখে কোন কিছুই অসম্ভব নহে।" (আসমানী ফয়সালা)

প্রতিবৎসর জলসায় আজীবন উপস্থিতির জন্য প্রতিজ্ঞা গ্রহণের তাকিদ

"যতদূর সম্ভব সাধ্যমত (সালানা জলসার) নির্ধারিত তারিখগুলিতে উপস্থিত হওয়ার জন্য ভবিষ্যতে আজীবন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হউন এবং দেল ও জানের দৃঢ়সংকল্প সহকারে (প্রতিবারই) উপস্থিত হইতে থাকুন।" ('আসমানী ফয়সালা' ২৭শে ডিসেম্বর ১৮৯১ ইং)

জলসার উদ্দেশ্যাবলী

(১) "এই জলসার অন্যতম মহৎ উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেক মুখলেস (নিষ্ঠাবান) যেন মুখোমুখীভাবে দ্বীনি কল্যাণ লাভের সুযোগ পান ও তাঁহার ধর্মীয় জ্ঞানের উন্মেষ ঘটে ও প্রসারিত হয় এবং ঈমান ও মা'রেফত সমৃদ্ধি ও উন্নতি লাভ করে।"

(২) "একমাত্র জ্ঞান-সঞ্চার ও ইসলামের সাহায্যকল্পে পারস্পরিক পরামর্শ এবং ভ্রাতৃ-মিলনের উদ্দেশ্যেই এই মহতী জলসার অনুষ্ঠান প্রবর্তন করা হইয়াছে।"

গালাবা-এ-ইসলামের সহিত জলসার গভীর সম্পর্ক

(৩) এই সালানা জলসার অন্যতম মৌলিক উদ্দেশ্য এই যে "সারা জগৎ ব্যাপী দ্বীনে-হক ইসলামকে জয়যুক্ত করার উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা ও পন্থাবলী যেন সুচিন্তিতরূপে উদ্ভাবন করা হয় এবং সেগুলিকে কার্যে রূপায়িত ও বাস্তবায়িত করার উপায়-উপকরণ সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা করা হয়।"

জলসায় যোগদান কারীগণের জন্য বিশেষ দোওয়া ঃ

"অবশেষে আমি দোওয়া করি, আল্লাহ্‌তায়ালা ইহাও লিল্লাহী (আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কল্পে অনুষ্ঠিতব্য) জলসার উদ্দেশ্যে সফর অবলম্বনকারী প্রত্যেক ব্যক্তির সাথী হউন, তাহাদিগকে মহান পুরস্কারে ভূষিত করুন, সকল বাধা-বিঘ্ন ও দুঃখ-কষ্ট এবং উদ্বেগপূর্ণ অবস্থা তাহাদিগের জন্য সহজ করিয়া দিন, তাহাদের সকল দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনা দূর করুন, তাহাদিগকে প্রত্যেক বিপদ ও কষ্ট হইতে নিষ্কৃতি দান করুন, তাহাদের সকল শুভ কামনা পূর্ণ ও বাস্তবায়িত হওয়ার পথ তাহাদের জন্য উন্মুক্ত ও সুগম করুন ও পরকাল আপনার সেই বান্দাদিগের সহিত তাহাদিগকে উত্থিত করুন, যাহাদের উপর তাঁহার বিশেষ কৃপা ও অনুগ্রহ রহিয়াছে এবং সফরান্ত অবধি তাহাদের অনুপস্থিতিতে তাহাদের স্থলাভিষিক্ত হউন।

হে খোদা ! হে মহামর্যাদা ও বদান্যতার অধিকারী, করুণাকর ও বাধা-বিপত্তির নিরসনকারী ! এই সমগ্র দোওয়া কবুল কর এবং আমাদিগকে আমাদের বিরুদ্ধবাদীদিগের উপর উজ্জ্বল নিদর্শনাবলী সহকারে বিজয় ও প্রাধান্য দান কর। কেননা প্রত্যেক প্রকার শক্তি ও ক্ষমতার অধিপতি তুমিই। আমীন, পুনঃ আমীন।" (এস্তেহার, ৭ই ডিসেম্বর ১৮৯২ইং)

অনুবাদ—**আহমদ সাদেক মাহমুদ**, সদর মুরুব্বী

"যত শীঘ্র সম্ভব তোমাদের পরস্পরের বিবাদ মীমাংসা করিয়া ফেল এবং নিজ ভ্রাতাকে ক্ষমা কর ! কারণ যে ব্যক্তি আপন ভ্রাতার সহিত বিবাদ মীমাংসা করিতে প্রস্তুত নহে সে নিশ্চয় অসাধু। সে সমাজে বিভেদ সৃষ্টি করে। সুতরাং সে সম্বন্ধচ্যুত হইয়া যাইবে।"

[আমাদের শিক্ষা পৃঃ ২৭]

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

জুমার খোৎবা

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)

[২৫শে ডিসেম্বর ১৯৮১ইং জলসাগাহ রাবওয়ায় প্রদত্ত]

بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه

["যে নিজ সত্তাকে আল্লাহ্‌র নিকট সম্পূর্ণ সমর্পন করিয়া দেয় এবং নেক কার্যেও আত্মনিয়োজিত থাকে, তাহার জন্য তাহার রবের নিকট তাহার সমীচীন পুরস্কার অবধারিত রহিয়াছে।"—(অনুবাদক)]

ইহাই সেই উর্ধতন মোকাম যে দিকে জামাতে আহমদীয়ার প্রতিটি ব্যক্তি ধাবমান রহিয়াছে, এবং সদা ধাবমান থাকা উচিত।

আল্লাহতায়ালা আমাদের সকলকে তওফিক দিন যেন এই জলসাতেও আমরা তরবিয়ত লাভ করিতে পারি, যাহাতে আমরা আমাদের আযেজী ও বিনয়ের মোকামকে অনুধাবনকারী হই এবং খোদাতায়ালার মাহাত্মাবলীর তত্ত্বাধিকারী হইতে পারি।

তাশাহুদ ও তায়াওউয এবং সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর (আইঃ) কুরআন শরীফের নিম্নরূপ আয়াত পাঠ করেন :

بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه - ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ٥ (البقرة : ١١٣)

অতপর বলেন : কুরআন করীমে বর্ণিত হইয়াছে যে, মুমেনে মুমেনে প্রভেদ। থাকে যে মাত্র ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে তাহার যাত্রা তো সেই নিম্নতম মোকাম হইতে আরম্ভ হয় (যাহার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে) যে "তোমরা নিজেকে (শুধু) মুসলমান বলিতে পার : ولما يدخل الايمان فى قلوبكم এখনও তোমাদের হৃদয় ঈমান শুন্য।" (আল-হুজুরাতঃ) কিন্তু সেই সকল নবপথচারী যাহাদের যাত্রা উক্ত অবস্থা হইতে শুরু হয় তাহারা পর্যায়ক্রমে রুহানী ময়দানে উন্নতি লাভ করিয়া পরিশেষে এরূপ এক মোকামে উপনীত হয়, যাহার সম্বন্ধে আল্লাহ্‌তায়া বলিয়াছেন :

هم المؤمنون حقا (الانفال : ٥)

অর্থাৎ, "তাহারাই সত্যিকার ও পূর্ণ এবং প্রকৃত মুমেন।" (আল-আনফাল : ৫)

যে আয়াতটি আমি এখন তেলাওয়াত করিলাম উহাতে উন্নতির সেই চূড়ান্ত শিখরের কথা উল্লেখ রহিয়াছে এবং সেই সকল লোকের প্রতি ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে যাহাদের উক্ত মোকামে প্রতিষ্ঠিত অবস্থায় শুভ পরিণাম ঘটে। আমি ইহা এজন্য বলিতেছি যে, এই দুনিয়া হইল এবতেলা ও পরীক্ষার দুনিয়া, যেখানে ইহাও সম্ভব যে একজন নবপথচারীর

রুহানী ময়দানে পদস্খলন ঘটে এবং সে রুহানীরূপে شفا حفرة من النار —অগ্নি-কুণ্ডে পতিত হয়। তেমনি ইহাও সম্ভব যে, যে ব্যক্তি রুহানী উন্নতির বাহু স্তর অতিক্রম করিয়া বহু দূর আগাইয়া গিয়াছে তাহারও পদস্খলন ঘটিতে পরে এবং খোদাতায়ালার দরবার হইতে সে বিতাড়িত হয়।

কুরআন করীমে আল্লাহ্‌তায়ালা বলেন :

ولكل درجات مما عملوا (الاحقاف : ٢٠)

যাহার আমল যে পরিমাণ সালেহ আমল হইবে সেই পরিমাণ আল্লাহ্‌তায়ালার দৃষ্টিতে তাহার দর্জা নিরূপিত হইবে। সুতরাং যে সকল মানুষ খোদাতায়ালার নাম লইয়া তাঁহার মাহাত্ম্যের কলেমা পাঠ করিয়া তাঁহাকে মহামহিয়ান এবং হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে তাঁহার শ্রেষ্ঠ রসুলরূপে সনাক্ত করিয়া ইসলামে দাখিল হইবে তাহারা যতজনই হউক, তাহাদের ততগুলিই দর্জা রহিয়াছে। কিন্তু সে বিষয়টি অত্যন্ত সূক্ষ্ম, যাহা বুঝাইবার জন্য আমি ইহা বলিব যে, জগতে যেমন দুইজন মানুষের চেহারা এক নয়, তেমনি রুহানীভাবে কোন দুই ব্যক্তির রুহানীয়তের মোকামও এক ও অভিন্ন নয়। ইহাতে অনেকগুলি জিনিস ক্রিয়াশীল হইয়া থাকে যেগুলির বিস্তারিত বিবরণ ও বিশ্লেষণের দিকে এখন ইশারা করাও সম্ভব নয়। পর্যায়ক্রমে উন্নতি লাভ করিয়া এই সকল লোক (ولكل درجات مما عملوا) এক নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিক প্রচেষ্টা ও মুজাহিদা এবং হিজরত (স্থানগত হিজরত নয় বরং রুহানী হিজরত—যাহা হইল এই যে, ক্ষুদ্র মোকামকে ছাড়িয়া বৃহত্তরের দিকে স্থানান্তরিত হওয়া সম্পর্কিত আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য প্রচেষ্টা, যাহার পরিণামে মানুষ একটি উর্ধতন মোকামে উন্নীত হয়)—এই নিরলস অবিচ্ছেদ্য চেষ্টা-প্রয়াসের পর এরূপ একটি দলের উদ্ভব ঘটে اولئك هم المؤمنون حقا যাহারা সাচ্চা ও সত্যকার মুমেন হইয়া থাকে।

এই দলটিরই অবস্থা ও স্বরূপ আল্লাহতায়ালা ..... بلى من اسلم সংক্রান্ত আয়াতে বর্ণনা করিয়াছেন। তাহারাই হইল আইডিয়েল (Ideal)।

উক্ত আয়াতটি শুনিয়া এবং হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বর্ণিত উহার তফসীর ও ব্যাখ্যা, যাহা পাঠ করিয়া আমি আপনাদিগকে শুনাইব তাহা শ্রবণ করিয়া কেহ যেন এই সন্দেহের মধ্যে পতিত না হয় যে, (১) আপামর সকল মুমেনই উক্ত মোকামে উপনীত; না, সকলে ঐ মোকামে উপনীত নয়। কিন্তু যাহারা ঐ মোকামে পৌছান তাহারাও ক্রমাগত উক্ত প্রচেষ্টায় নিয়োজিত, যাহাতে প্রতিটি অনাগত মুহূর্তে তাহাদের উপর যেন আল্লাহতায়ালার রহমত ও বরকাত এবং কল্যাণরাজী বিগত মুহূর্তাবলীর তুলনায় অধিকতর পরিমাণে নাজেল হইতে থাকে। ইহা এক ধারাবাহিক অবিরত প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম, যাহা রুহানী ময়দানে জারী রহিয়াছে। এই ভুল বুঝাবুঝির থাকাও উচিত নয় যে যাহারা هم المؤمنون حقا সত্যকার ও প্রকৃত মুমেনে পরিণত হইয়াছেন, মৃত্যুকাল পর্যন্ত তাহাদের কোনরূপ আশংকা নাই। এজন্য যে, এই ময়দানের কোন কুল-কিনারা নাই যেখানে পৌছিয়া শেষ প্রান্ত সুলভ

প্রচেষ্টার অবসান ঘটিতে পারে। কেননা এই বিরামহীন প্রচেষ্টাটি খোদাতায়ালার নৈকট্য লাভের লক্ষ্যে নিয়োজিত এবং যে দূরত্ব মানুষ এবং খোদার মধ্যে বিদ্যমান তাহা অসীম ও অনন্ত। কিন্তু এতদ্বারা সে নিকট হইতেও নিকটতর হইয়া চলিয়া যায় এবং আল্লাহতায়ালার অধিক হইতে অধিকতর প্রেম ও প্রীতি লাভ করিতে থাকে।

ইহা সত্য যে, উহা হইল আইডিয়েল যাহা بلى من اسلم وجهه —আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে। সকলে সেখান পর্যন্ত পৌঁছাইতে পারে না কিন্তু ইহাও সত্য যে, প্রত্যেককেই এই আইডিয়েল, এই উর্ধতন মোকামে পৌঁছিবার জন্য Conseiously সজাগভাবে জীবন যাপন করতঃ ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালাইতে হইবে। অন্যথায়, ধ্বংস অবধারিত। হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) এই মোকাম সম্বন্ধে যে বর্ণনা দান করিয়াছেন তদসংক্রান্ত একটি সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি আমি এখন বন্ধুগণকে পাঠ করিয়া শুনাইব। উহার প্রতিটি অক্ষর স্মরণ রাখার উপযুক্ত এবং তদনুযায়ী নিজেদের জীবন যাপনে সচেষ্ট হওয়া উচিত।

যেহেতু এই জলসা সালানা আমাদের তরবিয়তের দিক দিয়া অত্যন্ত গুরুত্ব বহণ করে, সেইজন্য আমি আজ জুমায় এই মজমুনের সহিত উহার সূত্র-পাত করিলাম, যাহাতে আপনাদের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট করি যে, এই দিনগুলিতে বিশেষ ভাবে আপনারা যেন আপনাদের সাধ্যমত অধিক হইতে অধিকতর পরিমাণে আল্লাহতায়ালার ফজলের দ্বারা আপনাদের ঝোলা ভরিয়া লইতে সচেষ্ট হন। আল্লাহতায়ালা আমাদের সকলকে ইহার তওফিক দান করুন। আমীন।

হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বলেন:

"এবং ইসলামের প্রকৃত ব্যবহারিক অর্থ হইল সেই বিষয় যাহার দিকে এই আয়াতের মধ্যে ইশারা রহিয়াছে:

بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه - ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ٥

অর্থাৎ মুসলমান হইল সেই ব্যক্তি [সেই মুসলমান যাহাকে "মু'মেনুনা হাক্কা" সংক্রান্ত দলের মধ্যে আল্লাহ্‌তায়ালা শামিল করিয়াছেন—হুজুর (আইঃ)] যে তাহার সম্পূর্ণ সত্তাকে খোদাতায়ালার পথে সমর্পিত ও নিয়োজিত করিয়া দেয় অর্থাৎ আপন সত্তাকে আল্লাহতায়ালার উদ্দেশ্যে তাঁহার ইরাদা সমূহের অনুসরণার্থে এবং তাঁহার সন্তোষ লাভের নিমিত্ত ওক্‌ফ (উৎসর্গ) করিয়া দেয় এবং তারপর নেক কার্যাবলীতে খোদাতায়ার উদ্দেশেই প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায় এবং নিজ সত্তার সার্বিক শক্তি নিচয় তাঁহারই পথে নিয়োজিত করে।" (আইনা-এ-কামালাত-এ-ইসলাম পৃঃ ৩৬)

তারপর তিনি আরও বলেন:

"জানা গেল যে, ইসলামের প্রকৃত মর্ম ও স্বরূপ [ইহা "মু'মেনুনা হাক্কা"-এর দিকেই ইশারা—হুজুর (আইঃ)] অত্যন্ত উৎকৃষ্ট ও অতি মহান, এবং কোন মানুষ কখনও এই মর্যাদাপূর্ণ উপাধি—আহলে ইসলাম বা মুসলমান দ্বারা প্রকৃতরূপে বিভূষিত হইতে পারে না, যতক্ষণ

পর্যন্ত সে তাহার সর্বস্ব সত্তা উহার সমগ্র শক্তি ও ইচ্ছা-আকাঙ্খা সহ আল্লাহতায়ালার হাওয়ালায় না করে এবং নিজের আমিত্বকে বিসর্জন দিয়া উহার যাবতীয় আনুসঙ্গিক সরঞ্জমাদি হইতে নিরস্ত হইয়া তাঁহারই পথে আত্মনিবেদিত না হয়। সুতরাং প্রকৃতরূপে তখনই কাহাকেও মুসলমান বলা যাইবে যখন তাহার গাফলতি সুলভ জীবনে এক কঠিন বিপ্লব সংঘটিত হইয়া তাহার নফ্‌সে-এ-আম্মারা (কুমন্ত্রণদাতা আত্মা)এর অস্তিত্ব ছাড়া উহার যাবতীয় স্বভাবজাত উত্তেজনা ও কুপ্রবৃত্তি সহ সম্পুর্ণ বিলুপ্ত হয়। এই মৃত্যুর পর "মোহসেন বিল্লাহ" (আল্লাহরই উদ্দেশ্যে সকল নেক কার্য্য সাধনকারী—অনুবাদক) হওয়ার নবজীবন তাহার মধ্যে সঞ্চারিত হয় এবং উহা যেন এরূপ এক পবিত্র জীবন হয় যে, তাহার মধ্যে সহানুভূতি ব্যতিরেকে অন্য কোন কিছুই অবশিষ্ট না থাকে।" (আইনা-এ-কামালাত-এ-ইসলাম পৃঃ ৩৮-৩৯)

ইহার বিস্তারিত বিবরণ ও বিশ্লেষণ হযরত মসীহে মওউদ (আঃ) আইনা-এ-কামালাত-এ-ইসলাম গ্রন্থেই করিয়াছেন এই যে—

"এই পর্যায়ে প্রত্যেক সত্যকার সত্যান্বেষীর মনে স্বতঃই এই প্রশ্ন জাগিবে যে, তাহার কি করা উচিত যাহাতে 'মোকালামা-ইলাহীয়া' (আল্লহ্‌র সহিত বাক্যালাপ)-এর এই অত্যুচ্চ মর্তবাকে লাভ করিতে পারে। সুতরাং এই প্রশ্নের উত্তর হইল এই যে, ইহা এক নতুন অস্তিত্ব যাহার মধ্যে নবতর শক্তি নিচয় ও নবতর জীবন প্রদান করা হয়। এবং নতুন অস্তিত্ব পূর্ব অস্তিত্বের বিলোপ সাধন ব্যতিরেকে হাসিল হইতে পারে না। এবং এক প্রকৃত ও সত্যিকার কুরবানী—যদ্বারা আত্মোৎসর্গ এবং সম্মান-সম্ভ্রম ও ধন-সম্পদ এবং যাবতীয় নফসানী (কুপ্রবৃত্তিগত) উপকরণাদির কুরবানী বুঝায়—সেই রূপ কুরবানীর দ্বারাই পূর্ব অস্তিত্ব সম্পূর্ণ লয় প্রাপ্ত হয়। আর তখনই এই দ্বিতীয় অস্তিত্ব তাৎক্ষনিকরূপে উহার স্থান দখল করিয়া নেয়। যদি প্রশ্ন করা হয় যে, পূর্ব অস্তিত্ব বিলোপের চিহ্নাবলী কি কি? তাহা হইলে ইহার উত্তর হইল এই যে, যখন পূর্বেকার চরিত্রাবলী ও প্রবৃত্তিসমূহ বিদূরীত হইয়া নতুন চরিত্রাবলী এবং নতুন প্রবৃত্তি সমূহের সৃষ্টি হয় এবং বান্দা আপন প্রকৃতির মধ্যে এক মহা বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন দেখিতে পায় এবং তাহার যাবতীয় অবস্থা—সেগুলি আখলাক, ঈমান, এবাদত-বন্দেগী ও আনুগত্য সম্পর্কিত যে কোন শ্রেণীর হউক—এমন ভাবে পরিবর্তিত রূপে পরিলক্ষিত হয় যেন সেগুলির এখন রঙই ভিন্নতর। মোট কথা, যখন সে নিজের দিকে তাকায়, তখন সে নিজেকে এক নতুন মানুষ রূপে পায়, এবং এমনিধারায় খোদা-তায়ালাও যেন নবরূপে পরিদৃষ্ট হন এবং শোকর, সব্‌র এবং আল্লাহ্‌কে স্মরণ করার মধ্যে যেন নতুন নতুন স্বাদের উদ্ভব ঘটে যেগুলির সন্ধান পূর্বে পাওয়া যাইত না। এবং সুপ্রকাশ্য রূপে যেন অনুভূত হয় যে এখন তাহার আত্মা তাহার রবের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল এবং গয়র-আল্লাহ্‌ হইতে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত। এবং সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌তায়ালার অস্তিত্বের কল্পনা তাহার সমগ্র হৃদয় জুড়িয়া এরূপ ব্যাপ্তি লাভ করিয়াছে যে, এখন তাহার 'শহুদী' দৃষ্টিতে অপরাপর সকলের অস্তিত্ব সম্পুর্ণ তিরোহিত হইয়াছে এবং সে যাবতীয় উপায়-উপকরণকে তুচ্ছ, লাচ্ছিত ও মূল্যহীন বলিয়া দেখিতে পায়, এবং সত্যনিষ্ঠা ও ওফাদারী বা বিশ্বস্ততার উপাদান বা ধাতু এমনই উত্তেজিত হইয়া উঠে যে, প্রত্যেক প্রকারের বিপদকে কল্পনা করিলে উহা

তাহার নিকট সহজ বলিয়া মনে হয়, শুধু কল্পনাতেই নয় বরং বিপদাবলীতে পতিত হইলেও প্রতিটি দুঃখ-কষ্ট সুস্বাদু বলিয়া অনুভূত হয়। সুতরাং যখন এই যাবতীয় লক্ষণ পরিদৃষ্ট হয় তখনই বুঝিতে হইবে যে, এবারে পূর্ব অস্তিত্বের সম্পূর্ণ মৃত্যু ঘটিয়াছে।

উক্তরূপ মৃত্যুর উদ্ভব ঘটিলেই খোদার পথে কল্পনাতীত আশ্চার্যকর শক্তি নিচয়ের উদ্ভব ঘটে। যে সকল বিষয় অন্যেরা মুখে উচ্চায়ণ করিয়া থাকে কিন্তু কার্যে পরিণত করে না, যে সকল পথ অন্যেরা দেখিয়া থাকে কিন্তু সেগুলিতে চলে না এবং যে সকল বোঝা অন্যেরা যাচাই করে কিন্তু বহণ করে না ঐ যাবতীয় কঠিন বিষয়ের তওফিক তাহাকে দান করা হয়। কেননা সে নিজ শক্তিতে পরিচালিত হয় না। বরং এক জবরদস্ত ইলাহী শক্তি তাহার সহায়তায় ও সাহায্যে নিয়োজিত থাকে যাহা তাহাকে পাহাড়-পর্বত চাইতেও অধিক মজবুত করিয়া দেয় এবং বিশ্বস্ততারক্ষাকারী ওফাদার হৃদয় ও অন্তঃকরণ তাহাকে দান করে। তখন খোদাতায়ালার জালাল ও প্রতাপ প্রকাশার্থে তাহার দ্বারা ঐ সকল কার্য সাধিত হয় এবং এরূপ নিষ্ঠাপূর্ণ ঘটনাবলী সংঘটিত হয় যেগুলি—মানব কি জিনিস এবং মানব সন্তান বা কি বস্তু যে সে নিজ বলে সেগুলি সাধিত করিতে পারে ?! সে গয়র-আল্লাহ্ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে এবং অপর সকল বস্তু হইতে সে তাহার উভয় হস্ত উর্ধে তুলিয়া নেয় এবং সকল দূরত্ব ও প্রভেদকে (তাহার ও খোদার) মধ্য হইতে দূর করিয়া দেয়। সে পরীক্ষায় নিক্ষিপ্ত হয়। নির্যাতিত হয়। বিভিন্ন প্রকারের পরীক্ষা ও সংকটের সে সম্মুখীন হয় এবং এরূপ দুঃখ-কষ্ট ও বিপদাবলী তাহার উপর আসিয়া পতিত হয় যে, সেগুলি যদি পাহাড়-পর্বতের উপর পড়িত তাহা হইলে ঐগুলিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিত, এবং সেগুলি যদি সূর্য ও চন্দ্রের উপর পতিত হইত, তাহা হইলে উভয়ই তমসাচ্ছন্ন অন্ধকার হইয়া পড়িত কিন্তু সে অটল ও অবিচল হইয়া থাকে এবং সকল দুঃখ-কষ্ট ও উৎপীড়ণকে উদার চিত্তে সহিয়া লয় এবং

তাহাকে যদি বিপদাবলীর হামনের দ্বারা নিষ্পিষ্টও করা হয় এবং তাহাকে ধুলিবৎ করা হয়, তপাপি انی مع اللہ ('আমি আল্লাহ্‌র সহিতই আছি') - ধ্বনি ব্যতীত অন্য কোন শব্দ তাহার মধ্য হইতে নিঃসৃত হয় না।

যখন কাহারও অবস্থা এই পর্যায়ে উপনীত হয় তখন তাহার ব্যাপারটা ইহজগত হইতে প্রচ্ছন্ন এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হইয়া দাঁড়ায় এবং সে ঐ যাবতীয় হেদায়াত ও অত্যুচ্চ মোকাম ও মর্যাদাকে প্রতিবিম্ব স্বরূপ লাভ করে যেগুলি তাহার পূর্ববর্তী নবী ও রসুলগণ লাভ করিয়াছিলেন।" (আইনা-এ-কামালাত-এ-ইসলাম, পৃঃ ২১১-২১৫)

এই সেই আইডিয়েল, এই সেই উর্ধতন মোকাম, যাহার দিকে জামাতে আহমদীয়ার প্রতিটি ব্যক্তি ধাবমান রহিয়াছে, এবং সদা ধাবমান থাকা উচিত। সুতরাং দোওয়া করুন যেন আল্লাহতায়ালা আপনাদিগকে তথা আমাদের সকলকে তওফিক দেন যেন এই জলসাতেও এরূপ তরবিয়ত লাভ করিতে পারি যাহাতে আমরা আমাদের আজেযী ও বিনয়ের মোকামকে অনুধাবনকারী হই এবং খোদাতায়ালার আজমত ও মাহাত্ম্যাবলীর তত্বাধিকারী হইতে পারি এবং এক চিরস্থায়ী সদা সচল পদক্ষেপ ও প্রচেষ্টা অন্য সব কিছুকে বিস্মৃত হইয়া আমাদের রবের দিকে অব্যাহত গতিতে জারী থাকে ; এবং খোদা করুন, আমাদের প্রচেষ্টাকে তিনি যেন কবুল করেন, উহার ফলশ্রুতিতে তিনি যেন অগণিত ফজল আমাদের উপর, ব্যক্তিগত ভাবেও এবং জামাতগত ভাবেও নাযেল করেন। আমীন। (আল-ফজল, ২০শে জানুয়ারী ১৯৮২ইং)

অনুবাদ : **মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ** সদর মুরুব্বী

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবনী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—৯)

হযরত রসুলে করিম (সাঃ)-এর উপর অত্যাচার

হযরত রসুলে করিম (সাঃ)ও অত্যাচার ও উৎপীড়ন হইতে অব্যহতি পান নাই। তাঁহাকে বিভিন্নভাবে কষ্ট দেওয়া হইত। একদিন তিনি এবাদত করিতেছিলেন এমন সময় কয়েকজন ব্যক্তি তাঁহার গলায় পাগড়ীর কাপড় দিয়া তাঁহাকে টানিতে থাকে। ফলে তাঁহার চক্ষু বাহির হইয়া আসে। এমন সময় হযরত আবুবকর (রাঃ) সেখানে আসিয়া উপস্থিত হন এবং তাঁহাকে উদ্ধার করেন এবং বলেন, "হে লোক সকল, আপনারা এক ব্যক্তিকে কি শুধু এই জন্যই খুন করিবেন কারণ তিনি আল্লাহ্‌তায়ালাকে প্রভু বলিয়া মান্য করেন!" এক সময় তিনি নামাজ পড়িতে ছিলেন তখন তাঁহার পিঠের উপর উটের নাড়িভুঁড়ি রাখিয়া দেওয়া হয় এবং অন্য লোক আসিয়া ঐ বোঝা অপসারিত না করা পর্যন্ত তিনি তাঁহার মাথা তুলিতে পারেন নাই। অন্য এক সময় তিনি বাজার হইতে ফিরিতে ছিলেন তখন কয়েক জন দুষ্ট ব্যক্তি তাঁহার নিকটবর্তী হইল এবং সারা পথ তাঁহায় ঘাড়ে চড়-থাপ্‌ড় মারিতে লাগিল এবং বলিতে লাগিল, "ইনিই সেই ব্যক্তি যিনি বলেন যে, তিনি নবী।"

আশে-পাশের গৃহ হইতে তাঁহার গৃহে প্রায়ই প্রস্তর নিক্ষেপ করিত। তাঁহার রান্নাঘরে নোংরা আবর্জনা নিক্ষেপ করিত, যেগুলির মধ্যে ছাগল ও উটের নাড়ি ভুড়ি ছিল। যখন তিনি নামাজ পড়িতেন তাঁহার উপর ছাই ও ধূলাবালি নিক্ষেপ করিত। ফলে তাঁহাকে নিরুপায় হইয়া উন্মুক্ত স্থানের পরিবর্তে প্রস্তরের আড়ালে নামাজ পড়িতে হইত।

কিন্তু এই সমস্ত অত্যাচার ও উৎপীড়ন বৃথা যায় নাই। ইহা দেখিয়া সৎ প্রকৃতির ব্যক্তিগণের হৃদয় ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হইতে থাকে। মহানবী (সাঃ) একদিন খানা-এ-কা'বার নিকটবর্তী সাফা পাহাড়ে বসিয়া ছিলেন। তাঁহার প্রধান শত্রু ও মক্কার সর্দার আবু জেহেল ঐ পথ দিয়া যাইতেছিল। সে হযরত রসুলে করিম (সাঃ)-কে গালি দিতে লাগিল। কিন্তু তিনি ঐ গালি-গালাজ শুনিয়াও কোন উত্তর দিলেন না এবং নীরবে তাঁহার গৃহে চলিয়া গেলেন। তাঁহার পরিবারের এক ক্রীতদাসী এই ঘটনা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। হযরত হামযা (রাঃ) মহানবী (সাঃ)-এর চাচা ছিলেন। তিনি খুব সাহসী ও শক্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন। ফলে মক্কাবাসীগণ তাঁহাকে ভয় করিত। সন্ধ্যার সময় তিনি জঙ্গল হইতে শিকার করিয়া ফিরিলেন এবং কাঁধে ধনুক লইয়া সগর্বে গৃহে প্রবেশ করিলেন। সকালের দৃশ্য দেখিয়া ক্রীতদাসীর হৃদয় যার পর নাই ব্যথিত ছিল। তিনি হামযা (রাঃ)-কে এই অবস্থায় দেখিয়া বরদাস্ত করিতে পারিলেন না এবং তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন, আপনি সব সময় অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া বড় বীরের ন্যায় ঘোরাফিরা করেন। কিন্তু আপনি কি জানেন সকালে আবু জেহেল আপনার ভাই-পোর প্রতি কিরূপ আচরণ করিয়াছে? হামযা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কিরূপ আচরণ করিয়াছে?" তখন ক্রীতদাসী হামযা (রাঃ)-এর নিকট সকল বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন। হামযা (রাঃ) তখনও ইসলাম গ্রহণ করেন নাই। তিনি সৎ প্রকৃতির ব্যক্তি ছিলেন।

ইসলামের বাণী তাঁহার কর্ণগোচর হইয়াছিল এবং নিশ্চিন্ত ভাবে তিনি ইহা দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন। কিন্তু যেহেতু তিনি স্বাধীনভাবে চলাফেরা করিতেন তাই এ বিষয়ে গভীর ভাবে চিন্তা করিবার তাঁহার সুযোগ হয় নাই। এই ঘটনা শুনা মাত্র তিনি খুবই উত্তেজিত হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহার অন্তরের নিলিপ্ত ভাব দূর হইয়া গেল। তিনি অনুভব করিলেন যে, একটি মূল্যবান বস্তু তাঁহার হাত ছাড়া হইয়া যাইতেছে। কাল বিলম্ব না করিয়া তিনি গৃহ হইতে বাহির হইলেন এবং খানা-এ-কা'বার দিকে চলিলেন। খানা-এ-কাবা মক্কার সর্দারগণের বৈঠকের বিশিষ্ট স্থান খিল। হামযা (রাঃ) তাঁহার ধনুক কাঁধ হইতে নামাইলেন এবং সজোরে আবুজেহেলকে আঘাত করিলেন এবং বলিলেন, "আমিও মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর ধর্ম গ্রহণ করিলাম। আপনি সকালে বিনা কারণে তাঁহাকে গালিগালাজ করিয়াছেন। ইহার উত্তরে তিনি কিছুই বলেন নাই। যদি সাহস থাকে তবে আমার মোকাবিলা করুন।" এই ঘটনা এত আচনক ছিল যে, আবুজেহেলও ঘাবড়াইয়া গেল। তাহার সঙ্গীগণ হামযা (রাঃ) এর সহিত লড়িবার জন্য দণ্ডায়মান হইলেন। কিন্তু হামযা (রাঃ)-এর সাহসিকতা ও তাঁহার গোত্রের শক্তির কথা চিন্তা করিয়া আবু জেহেল ভাবিলেন যে, যদি যুদ্ধ শুরু হইয়া যায় তবে ইহার ফল খুবই খারাপ হইবে। তাই সে বিচক্ষণতার সহিত তাহার সঙ্গীগণকে এই বলিয়া নিবৃত্ত করলেন, "যেতে দিন। আর বাড়াবাড়ির দরকার নাই। সত্য সত্যই আমি সকালে তাঁহার ভাই-পোকে কদর্যভাবে গালিগালাজ করিয়াছি।"

মূল: **হযরত মীর্যা বশিরুদ্দিন মাহমুদ আহমদ (রাঃ)**

অনুবাদ: **অধ্যাপক আবদুল লতিফ**

শুভ বিবাহ

১) আহমদীপাড়া, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া নিবাসী জনাব মোঃ হেবজুল বারী সাহেবের প্রথম কন্যা মোসাম্মৎ নাজমা বেগম (কাজল) এর সহিত চরসিন্দুর, ঢাকা নিবাসী ডাঃ মতিউর রহমান সাহেবের পুত্র জনাব গোলাম আহমদ সাহেবের শুভ বিবাহ ২৫শ জানুয়ারী ১৯৮২ রোজ সোমবার বাদ মাগরেব ১৫০০১। পনর হাজার এক টাকা দেন মোহর ধার্যে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মসজিদ মোবারকে সুম্পন্ন হয়েছে। বিবাহ পড়ান সদর মোয়াল্লেম মৌলভী সলিমুল্লাহ সাহেব। এই বিবাহ বাবরকত ও দাম্পত্য জীবন সুখের হওয়ার জন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট খাসভাবে দোওয়ার আবেদন জানান যাচ্ছে।

২) গত ৬ই ফেব্রুয়ারী তারুয়া জলসায় ক্রোড়া নিবাসী মোঃ আসাদউজ জামান ভূঞা সাহেবের ১ম পুত্র মোঃ এনামুল হক ভূঞা সাহেব (প্রাক্তন কায়েদ) এর সহিত তারুয়া নিবাসী ডাঃ ইউনুস মিঞা সাহেবের ১ম কন্যা মোসাম্মাৎ শরীফা বেগমের শুভ বিবাহ ১০,০০০ টাকা দেন মোহর ধার্যে সুসম্পন্ন হয়েছে। বিবাহ পড়ান মৌঃ আহমদ সাদেক মাযমুদ (সদর মুরুব্বী) সাহেব।

উক্ত বিবাহ বাবরত এবং নব দাম্পত্য জীবন যেন সুখের হয় সেইজন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নীর নিকট খাস দোয়ার আবেদন জানানো যাচ্ছে।

সিতারা-এ-আহমদীয়ত

২৬, ২৭ ও ২৮শে ডিসেম্বর ১৯৮১ ইং রাবওয়ায় অনুষ্ঠিত জামাতে আহমদীয়ার ৮৯তম সালানা জলসার দ্বিতীয় দিবসের দ্বিতীয় অধিবেশনে সৈয়াদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) তাঁহার তত্বপূর্ণ জীবন-সঞ্চারী ভাষণ দান করিয়া এক আজিমুশ্‌শান ঐতিহাসিক ঘোষণার মাধ্যমে সারা বিশ্বে বিস্তৃত জামাতে আহমদীয়ার নিবেদিত প্রাণ সকল নিষ্ঠাবান সদস্যবৃন্দকে এক অনন্য মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কার অর্থাৎ "সিতারা-এ-আহমদীয়ত" প্রদান করেন। হুজুর ইহার ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও মাহাত্মও বর্ণনা করেন।

হুজুর বলেন যে, 'সিতারা-এ-আহ্‌মদীয়াত' হইল আল্লাহ্‌তায়ালার মনোনীত ও পছন্দনীয় আহ্‌মদীগণের প্রতীক চিহ্ন, যাঁহারা পূর্বে পয়দা হইয়াছেন এবং কিয়ামতকাল ব্যাপী পয়দা হইতে থাকিবেন।

তাশাহুদ ও তায়াওউয এবং সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর (আইঃ) হযরত নবী-এ-আকরাম (সাঃ)-এর হাদিস— اصحابی کالنجوم فبایهم اهتدیتم (مشکوٰۃ باب مناقب صحابہ) অর্থাৎ "আমার সাহাবীগণ নক্ষত্র তুল্য। তাহাদের মধ্যকার যাঁহারই তোমরা অনুসরণ করিবে, হেদায়েত প্রাপ্ত হইবে" উক্ত হাদিস উল্লেখ করিয়া বলেন যে, এতদ্বারা হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর ঐ সকল সাহাবীকে বুঝান হইয়াছে যাঁহারা প্রকৃতরূপে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর তরবিয়ত লাভ করিয়াছিলেন ও জগদ্বাসীর জন্য হেদায়াতের কারণ হইয়াছিলেন এবং যাঁহারা নবী করীম (সাঃ)'র সাহচর্যের কল্যাণে জীবনের সাফল্য এবং নবজীবনের রহস্যের সন্ধান লাভ করিয়া-ছিলেন। তাঁহাদের সম্বন্ধেই আঁ-হযরত (সাঃ) ফরমাইয়াছেন যে, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারই তোমরা অনুগমণ করিবে, হেদায়েতপ্রাপ্ত হইয়া যাইবে। এই সকল সাহাবা কুরআন করীমের শিক্ষার উপর আমল করিয়া এরূপ যোগ্যতা ও প্রতিভা লাভ করেন যে তাঁহারা সমগ্র জগদ্বাসীর জন্য পথপ্রদর্শক হইয়া যান। এবং তাঁহারা জগতের যে যে অঞ্চলে যান সেখানকার মানুষের জীবনে মহা বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন ঘটান। ইঁহারা সকলই আল্লাহ্‌ ও তাঁহার রসুল (সাঃ)-এর প্রতি আত্মোৎসর্গিত ও প্রেমিক ছিলেন। হুজুর বলেন, উক্ত হাদিসে ইহারও ইশারা আছে যে, তোমরা যখন তাঁহাদের পায়রবী করিবে তখন তোমরাও তাহাই লাভ করিতে পারিবে যাহা তাহারা লাভ করিয়াছিলেন, তোমাদের অন্তঃকরণও সেই আলোকে আলোকিত হইবে যে আলোকে তাঁহাদের অন্তর আলোকিত হইয়াছিল এবং যেমন তাঁহারা জগদ্বাসীর জন্য পথের দিশারী হইয়াছিলেন তেমনি মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পায়রবী করিয়া তোমাদের পক্ষেও ঐ সকল উচ্চ শিখরে আরোহণ ও উন্নত মর্যাদাসমূহ লাভ করা সম্ভবপর হইবে, যেগুলিতে তাঁহারা উন্নীত হইয়াছিলেন। হুজুর আকদাস

বাংলাদেশের জামাতের জন্য মোহতারম আমীর সাহেবের হাতে হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) যে 'সিতারা এ-আহমদীয়াত' অনুগ্রহ করিয়া অর্পণ করিয়াছেন উহা আগামী ১২, ১৩ ও ১৪ই মার্চ ১৯৮২ ইং ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য বাংলাদেশ জামাত আহমদীয়ার সালানা জলসায় প্রদর্শিত হইবে।

(আইঃ) এই তত্ত্বটির ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণার্থে হযরত মসীহে মওউদ (আঃ)-এর একটি উদ্ধৃতি পাঠ করিয়া শোনান. যাহাতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রুহানী জীবন সঞ্চারে কিয়ামতের নমুনা সেই পূর্ণ গুণাবলীর আধার ব্যক্তিই প্রদর্শন করিয়া ছিলেন যাঁহার পবিত্র নাম মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম. যাঁহার পায়রবীর দ্বারা দুনিয়া নতুনভাবে সঞ্জীবিত হয় এবং ভূপৃষ্ঠে তৌহিদের স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হয় এবং আরব উপদ্বীপের লোক তাহাদের বর্বরতা ও অসভ্যতার নীচ অবস্থা হইতে উন্নতিলাভ করিয়া সর্বোচ্চ মানবতার শিখরে উপনীত হয়। তাহারা তাহাদের সর্বস্ব আপন প্রিয় রসুল (সাঃ) এর পথে কোরবান করিয়া দেয় এবং ফানা-ফিল্লাহ (আল্লাহতে বিলীন) হইয়া সততা, নিষ্ঠা ও সত্যপরায়ণতার ঐ সকল কার্য করিয়া দেখায় যেগুলির দৃষ্টান্ত ও নজীর অন্য কোন জাতির মধ্যে. পাওয়া দুষ্কর। এবং তাহারা বাস্তবিক মৃত্যুর গহ্বর হইতে নির্গত হইয়া পবিত্র জীবনের উচ্চ মিনারে দণ্ডায়মান হয় এবং প্রত্যেকেই অভিনব সজীব ও সতেজ জীবন লাভ করে, এবং তাহারা নিজেদের ঈমানে নক্ষত্ররাশীর ন্যায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠে।'

হুজুর (আইঃ) উক্ত উদ্ধৃতির পর হযরত মসীহে মওউদ (আঃ)-এর আর একটি উদ্ধৃতি পেশ করিয়া বলেন, হযরত মসীহে মওউদ (আঃ)-এর ইরশাদ এই যে "আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট উর্ধতন দর্জা সমূহ হাসিল করার দুয়ার ও ধারা রুদ্ধ হইয়া যায় নাই। তোমরাও হাদী ও পথ প্রদর্শকে পরিণত হও। তারপর যাহারা তোমাদের পদাঙ্কানুসরণ করিবে, তাহারাও নিজেদের ঈমানে নক্ষত্ররাশীর ন্যায় দীপ্তিমান হইয়া উঠিবে।" হুজুর বলেন, হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর ফরমান এই যে—

"হে আহমদীগণ! তোমরা নিজেদের এরূপ নমুনা দেখাও যে আকাশের ফেরেশতারাও যেন তোমাদের সততা, নিষ্ঠা ও পবিত্রতায় বিস্মিত হইয়া উঠে। তোমরা এক মৃত্যুকে গ্রহণ কর যাহাতে তোমরা জীবন লাভ করিতে পার। তোমরা কুপ্রবৃত্তির উত্তেজনা সমূহ হইতে নিজেদের অন্তঃকরণকে মুক্ত ও পাক-পবিত্র কর. যাহাতে খোদা উহাতে অবতরণ করেন।"

হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) তাঁহার জামাতের জন্য দোওয়া করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে যেন এরূপ পরিবর্তন সাধিত হয় যাহাতে তাহারা পৃথিবীর নক্ষত্রে পরিণত হয় এবং পৃথিবী সেই আলোকে আলোকিত হয় যাহা তাহারা তাহাদের রবের নিকট হইতে লাভ করে।"

হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর উক্ত উদ্ধৃতি সমূহের মূলে হুজুর (আঃ) বলেন যে. হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর অন্তরে এই তীব্র আকাঙ্খা ছিল যে. জামাতে আহমদীয়ার সকল সদস্যই যেন নিজেদের ঈমানের পবিত্রতা ও দৃঢ়তা এবং খোদাতায়ালার নৈকট্যের দর্জা সমূহে উন্নতি লাভ করিয়া আকাশের নক্ষত্র তুল্য হইয়া যায়। হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) নিজের জামাতের ব্যক্তিদের উক্ত মর্তবা লাভের জন্য দোওয়া করিয়াছেন। হুজুর আইঃ) বলেন যে, আল্লাহ্‌তায়ালা হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর উক্ত দোওয়া কবুল করেন এবং

তাঁহাকে ২রা নভেম্বর ১৯০৬ইং সালে একটি কাশ্‌ফে দেখানো হয় যে জামাত আহমদীয়ার ব্যক্তিবর্গ মহাআকাশে নক্ষত্রাবলীর ন্যায় দেদীপ্যমান, এবং তাহারা আসমানী বাদশাহতের অধিকারী রহিয়াছে।

হুজুর (আইঃ) জামাতের বন্ধুগণকে সম্বোধন করিয়া বলেন যে, ইহা দেখিয়া, পাঠ করিয়া ও গভীর চিন্তা-ভাবনা করিয়া এবং বহু দোওয়া করিয়া আমি আপনাদিগকে 'সিতারা-এ-আহমদীয়ত' প্রদানের সিদ্ধান্তে উপনীত হই। ইহা হইবে ঐ সকল মনোনীত ও পছন্দনীয় আহমদীগণের প্রতীক চিহ্ন, যাহারা অতীতে পয়দা হইয়াছেন এবং কিয়ামতকাল ব্যাপী পয়দা হইতে থাকিবেন। ইহা বলার পর হুজুর (আইঃ) 'সিতারা-এ-আহমদীয়ত' যাহা একখণ্ড কাপড়ের উপর খচিত ছিল, জলসায় উপস্থিত দুই লক্ষেরও উর্ধে আহমদী ভ্রাতাকে দেখান। জামাতের উপস্থিত ভ্রাতৃবৃন্দ তাহাদের প্রিয় ইমামের পক্ষ হইতে প্রদত্ত এই সম্মান ও পুরস্কার সূচক মহা উপঢৌকন প্রাপ্ত হওয়ায় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন এবং সমগ্র পরিমণ্ডল তাহাদের তকবীর এবং অন্যান্য ধর্মীয় না'রা ও ধ্বনীতে গুঞ্জরিত প্রকম্পিত হইতে লাগিল।

এই নক্ষত্রটিতে চৌদ্দটি কোণ রহিয়াছে। মধ্যস্থলে لا اله الا الله এবং চৌদ্দটি কোণে الله اكبر ! লিখিত আছে।

হুজুর (আইঃ) এই সিতারা বা নক্ষত্র সম্বন্ধে আরও আলোকপাত করিয়া বলেন যে, ইহা হইল সিতারা-এ-আহমদীয়ত, যাহা আল্লাহ্‌তায়ালার ফজল ও অনুগ্রহ ক্রমে এবং দোওয়া করিবার পর আমি আপনাদিগকে প্রদান করিতেছি। নিখিল বিশ্বজগতের যেমন বুনিয়াদ ও কেন্দ্র-বিন্দু হইল 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ', তেমনি জামাতে আহমদীয়ার প্রাণ-কেন্দ্র হইল 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। হুজুর বলেন, সেইজন্যই এই সিতারার মাঝখানে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' লিখিত আছে।

হুজুর বলেন যে, এই সিতারার চৌদ্দটি কোণ রহিয়াছে। কোণ সম্বন্ধীয় ঐতিহাসিক পটভূমি বর্ণনা করার পর হুজুর বলেন, নবী করীম (সাল্লাল্লাহুঃ)-এর সুন্নত এই যে, তিনি যখনই আল্লাহ্‌তায়ালার কোন নিদর্শন দেখিতেন তখন 'আল্লাহু আকবার' না'রা উচ্চারণ করিতেন। হুজুর (আইঃ) হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর যুগের পবিত্র ইতিহাস হইতে কয়েকটি দৃষ্টান্ত পেশ করার পর বলেন যে, ইহার উদ্দেশ্য হইল প্রতিটি জিনিসই যে খোদাতায়ালার মহত্ব ও গৌরবের প্রতি ইঙ্গিত দান করিতেছে—তাহা প্রকাশ করা, যাহাতে কোন শয়তানী ধ্যান-ধারণা মানুষের মধ্যে অহংকারের সৃষ্টি করিতে না পারে। হুজুর বলেন যে, নবী করীম (সাল্লাল্লাহুঃ)-এর কল্যাণ প্রসাদে উম্মতে-মুহাম্মদীয়া চৌদ্দ শতাব্দী কাল ব্যাপী খোদাতায়ালার জিন্দা ও জীবন্ত নিদর্শনাবলীর একটি | দুইটি নয় বরং সহস্র সহস্র নিদর্শন দেখিয়াছে এবং প্রত্যেক শতাব্দী যেন 'আল্লাহু আকবার' না'রা ধ্বনী উচ্চারণ করিয়াছে। হুজুর বলেন, সেইজন্য আমি এই সিতারার চৌদ্দটি কোণে 'আল্লাহু আকবার' লিখাইয়াছি। হুজুর (আইঃ)-এর এই ঘোষণা শ্রবনে সালানা জলসায় উপস্থিত ভ্রাতৃবৃন্দের মধ্যে এক বিশেষ আনন্দ ও উৎসাহের ঢেউ খেলিয়া যায় এবং বন্ধুগণ অত্যন্ত জোশের সহিত আকাশচুম্বি বিভিন্ন না'রা লাগাইতে

থাকেন। যথা, না'রা-এ-তকবীর—আল্লাহু আকবার, হযরত খাতামুল আম্বিয়া—জিন্দাবাদ ; ইসলাম জিন্দাবাদ ; আহমদীয়াত—জিন্দাবাদ ; নাসেরউদ্দীন—জিন্দাবাদ ; হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস—জিন্দাবাদ ; মির্যা গোলাম আহমদ কি জয়। অতঃপর না'রার জোশ থামাইয়া হুজুর বলেন, এখন আর না'রা নয় ; এখন আমরা 'বিরেদ' করিব। সুতরাং মানুষের অন্তরে গভীর রেখাপাতকারী পবিত্র আবেগময় নিজস্ব ভঙ্গিতে সকরুণ কণ্ঠে হুজুর 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু এবং আল্লাহু আকবার'-এর বেরেদ করিলেন।

হুজুর প্রথমে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' তারপর 'আল্লাহু আকবর' উচ্চারণ করিতেন। এবং হুজুরের অনুসরণে উপস্থিত সকলে উক্ত পবিত্র কলেমাগুলি বেরেদ করেন। এইরূপে হুজুর চৌদ্দবার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' এবং 'আল্লাহু আকবার' বলেন এবং ১৫তম বারে শুধু 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' উচ্চারণ করেন। অতঃপর হুজুর বলেন যে, আমরা প্রত্যেক শতাব্দীর পক্ষে এক একবার করিয়া 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এবং 'আল্লাহু আকবার' বেরেদ করিলাম। এখন আমরা হিঃ পঞ্চদশ শতাব্দীতে খোদাতায়ালার মহান নিদর্শনাবলীকে দেখার জন্য প্রবিষ্ট হইয়াছি। এখন এই একটি শতাব্দীর উদ্দেশ্যে 'আল্লাহু আকবার'-এর শুধু একটি না'রা উচ্চারিত হইবে না বরং প্রতিদিন ও প্রতি মুহূর্ত আল্লাহ্‌তায়ালার নিদর্শনাবলী প্রত্যক্ষ করিয়া আমরা অগণিতবার 'আল্লাহু আকবার' না'রা উচ্চারণ করিতে থাকিব। হুজুর বলেন যে, চৌদ্দবার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লা' এবং 'আল্লাহু আকবার'-এর বিরেদ আমরা ঐ সকল লোকের পক্ষ হইতে করিয়াছি যাহারা এই শতাব্দীতে গুজরিয়া গিয়াছেন এবং ঐ সকল নেয়ামতের শোকর আদায়ের উদ্দেশ্যে উক্ত বেরেদ করিয়াছি যে সকল নেয়ামত আল্লাহ্‌তায়ালার তরফ হইতে আমাদিগকে প্রদান করা হইয়াছে।

হুজুর (আইঃ)-এর অনুসরণ ও অনুকরণে 'লা ইলাহা ইল্লাহ' এবং আল্লাহু আকবরা'-এর বরকতময় কলেমাগুলির বিরেদ রুহানী আস্বাদন ও আনন্দ লাভের এক অবিস্মরণীয় ঘটনা ছিল যাহা মানুষের চিরকাল স্মরণ থাকিবে। হুজুরের গভীর উপলব্ধিময় মর্মস্পর্শী কণ্ঠে উচ্চারিত 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' এবং 'আল্লাহু আকবার' শব্দগুলি শ্রবণে মানুষের হৃদয় ও আত্মায় এক অসাধারণ আধ্যাত্মিক শক্তি কল্যাণ ও স্বস্তির এক অবর্ণনীয় প্রভাব বিস্তার করিতেছিল যেন সালানা জলসার সুবিস্তীর্ণ মাঠে সমবেত ২ লক্ষাধিক মানবাত্মার উপরে ফেরেশতাদের নযুল হইতেছিল, এবং আল্লাহ্‌তায়ালা যেন স্বীয় প্রেম-প্রীতি ও কল্যাণের পেয়ালা ভরিয়া ভরিয়া সকলকে পান করাইতেছিলেন। 'আল-হামদুলিল্লাহে আলা যালেকা'।

(আল-ফজল, ৬ই জানুয়ারী ১৯৮২ইং)

অনুবাদ : **মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ** সদর মুরুব্বী

LOVE FOR ALL HATRED FOR NONE

—হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)

ক্রুশ থেকে পরিত্রাণ

স্যার মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ খান

প্রণীত 'Deliverance From the Cross' পুস্তকের ধারাবাহিক অনুবাদ :

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—৫)

দ্বিতীয় অধ্যায়

যীশু তথা হযরত ঈসা (আঃ)-এর কার্যকাল

ইস্রায়েল বংশের শেষ নবী ছিলেন যীশু তথা হযরত ঈসা (আঃ)। তাঁকে খোদার পুত্র বলে অভিহিত করা হতো—কেননা এরূপ প্রকাশ ভঙ্গি ধর্মীয় শাস্ত্রাদিতে সাধারনভাবে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে, কিন্তু সর্বদা রূপক অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে, অর্থাৎ কোথাও 'খোদা' অর্থে প্রযোজ্য হয় নাই। সুসমাচার অথবা পত্রাবলীর (Epistles) কোথাও উল্লেখ নাই যে যীশু নিজেকে 'খোদা' বলে অভিহিত করেছেন অথবা এরূপ ইঙ্গিত করেছেন যে তিনি স্বয়ং খোদা। তাঁর সম্বন্ধে প্রভু (Lord) শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে—কিন্তু এই শব্দের ব্যবহারকরীগণ এতদ্বারা তাঁকে খোদা বলে বিশ্বাস করতেন অথবা এরূপ অর্থে শব্দটি প্রয়োগ করতেন এমন কোন প্রমাণ নেই। বস্তুতঃপক্ষে এই শব্দটি 'মাষ্টার' (Master) শব্দের সমার্থক হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

যীশুখ্রীষ্টের যুগের অনেক পরে 'খোদার পুত্র' শাব্দিক অর্থে 'খোদা' বা পরমেশ্বর হিসাবে রূপান্তরিত হয়েছে যার মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে যে যীশুই ত্রিত্ববাদের দ্বিতীয় খোদা। মূলতঃ যীশুর চিন্তাধারনায় এবং শিক্ষার মধ্যে ত্রিত্ববাদের পুরা ধারনাটাই অপাংক্তেয়। তিনি নিজেকে সর্বদা খোদা-প্রেরিত বলে উল্লেখ করেছেন এবং এই কথার দ্বারা তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যে তিনি একজন ঐশী-বাণীবাহক তথা নবী ছিলেন। এই কথার সমর্থনে নীচে কতকগুলো উদ্ধৃতি দেওয়া হলো :

"এটা হলো শ্বানত জীবন যাতে তারা তোমাদেক জানতে পারে, তুমিই একমাত্র সত্য খোদা, এবং যীশুখ্রীষ্টকে তুমি প্রেরণ করেছো (যোহন, ১৭:৩)।

"আমি স্বয়ং কিছুই করতে সক্ষম নই, আমি যেভাবে শুনি সেভাবে বিচার করি এবং আমার বিচার ন্যায়সংগত ; কারণ আমি আমার নিজ ইচ্ছার তালাশ করি না, কিন্তু পিতার ইচ্ছার তালাশ করি যিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন" (যোহন, ৫:৩০)।

"আমি যোহনের (হযরত ইয়াহিয়া আঃ এর) চাইতেও বেশী সাক্ষী পেশ করতে পারি। কেননা যে সকল কার্য পিতা আমায় সম্মান করতে দিয়েছেন এবং একই কার্যাবলী যা আমি সম্পাদন করি—এগুলি আমার সম্বন্ধে এই সাক্ষ্য বহণ করছে যে পিতা আমায় প্রেরণ করেছেন" (যোহন, ৫:৩৬)।

"এবং পিতা স্বয়ং যিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন, আমার সম্পর্কে সাক্ষ্য দান করেছেন।' (যোহন, ৫:৩৭)

"তোমরা তাঁর কথার মান্যতা করো নাই: কারণ তিনি যাকে প্রেরণ করেছেন, তোমরা তাকে বিশ্বাস করো নাই।' (যোহন, ৫:৩৯)।

"যিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন, তিনি সত্য।" (যোহন, ৮:২৬)

"যীশু তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, যদি খোদা তোমাদের পিতা হয়ে থাকেন, তাহলে তোমরা আমাকে ভালবাসতে; কেননা আমি খোদা হতে সমাগত এবং খোদা হতে এসেছি; আমি স্বয়ং আসি নাই, পরন্তু তিনিই আমাকে প্রেরণ করেছেন।" (যোহন, ৮:৪২)।

"তারা বিশ্বাস করেছে যে, তুমিই আমাকে প্রেরণ করছো।' (যোহন, ১৭:৮)

"কারণ আমি স্বর্গ হতে এসেছি, আমার ইচ্ছা চরিতার্থ করার জন্য নয়, পরন্তু তাঁরই ইচ্ছা পূরণের উদ্দেশ্যে, যিনি আমায় পাঠিয়েছেন। এবং ইহাই পিতার ইচ্ছা যার জন্য আমি প্রেরিত হয়েছি···ইহাই তাঁর ইচ্ছা যিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন···।' (যোহন, ৬:৩৮-৪০)।

সুতরাং এটা সুস্পষ্ট যে যীশুখ্রীষ্ট সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে নিজেকে খোদা-প্রেরিত তথা খোদার বার্তাবাহক নবী হিসাবে উপস্থাপন করেছেন। বস্তুতঃপক্ষে বাইবেল এবং কুরআন উভয় গ্রন্থেই নবী হিসাবে তাঁর কার্য্যাবলী তাঁর জন্মের পূর্বেই ঐশী নির্দেশের আলোকে বর্ণিত হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যে ফেরেস্তা মরিয়মের নিকট আবির্ভূত হয়ে তাকে পুত্র সন্তান লাভের সংবাদ দেয়—যার নাম হবে যীশু, সেই ফেরেস্তা তাকে একথাও জানায় যে, খোদা যীশুকে তার পিতা দাউদের সিংহাসন দান করবেন এবং তিনি (যীশু) ইয়াকুবের বংশের উপর রাজত্ব করবেন (লুক, ১:৩২-৩৩)। পবিত্র কুরআন এ কথার সমর্থন করে উল্লেখ করেছে যে, মরিয়মকে অবগত করানো হয় যে, খোদা যীশুকে কিতাব এবং জ্ঞান এবং তৌরাত এবং ইঞ্জিল শিক্ষা দিবেন এবং ইস্রায়েল বংশের জন্য তাকে নবী বানাবেন (আলে-ইমরান: ৪৯-৫০)। এ কথা সত্য যে, 'লুক' লিখিত বাইবেলের ১:৩২ পদে যীশুকে 'সর্বোচ্চের পুত্র' বলে অভিহিত করা হয়েছে; কিন্তু বাইবেলের বাগবিধি অনুযায়ী এই সকল শব্দের ব্যবহার দ্বারা 'খোদার অস্তিত্ব' বা সেই অস্তিত্বের 'অংশীদারত্ব' বুঝায় না। বাইবেলের (Psalms) অধ্যায়ের ৮২:৬ পদে রয়েছে: "আমি বলেছি, তোমরা খোদা; এবং তোমরা সকলেই সর্বোচ্চের সন্তান"।

বাইবেলের বিভিন্ন স্থানে বহুবার 'খোদার পুত্র' কথাগুলো নবীদের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। এরূপ অনেক বর্ণনার মধ্যে নিচে মাত্র কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হলো:

"ইস্রায়েল আমার পুত্র, এমন কি আমার প্রথম জাত" (যাত্রা পুস্তক Exodus ৪:২২)।

"আমি তাকেও (দাউদকে) আমার প্রথম জাত বানাবো, পৃথিবীর রাজাদের চেয়ে সে মহত্তর হবে।" (Psalms, ৪৭:২৯)।

"সে (সলোমন) আমার পুত্র হবে। এবং আমি হবো তার পিতা।" (Chron. ২২:১০)

"এখন, আমার পুত্র, প্রভু তোমার সঙ্গে থাকুন ; এবং তোমাকে উন্নতি দান করুন, প্রভুর গৃহ তৈরী করুন যিনি তোমার খোদা—যেভাবে তিনি তোমার সম্বন্ধে বলেছেন।" (Chron ২২:১১)।

"শান্তি সৃষ্টিকারীরা প্রশংসার্হ। কেননা তারা খোদার সন্তানাদি বলে অভিহিত হবে।" (মথি ৫:৯)।

"যাতে তোমরা তোমাদের (সেই) পিতার সন্তান রূপে পরিগণিত হতে পারো যিনি স্বর্গে অবস্থান করছেন।" (মথি. ৫:৪৫)

"কিন্তু যারা তাঁকে গ্রহণ করেছে তাদের তিনি খোদার পুত্র হওয়ার ক্ষমতা প্রদান করেছিলেন এমনকি তাঁর নামেও যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছিল তাদেরও ; যাদের জন্ম রক্তের মাধ্যমে মাংসের ইচ্ছানুযায়ী অথবা মানুষের ইচ্ছানুযায়ী সংঘটিত হয় নাই—পরন্তু খোদার ইচ্ছানুযায়ী হয়েছে।" (যোহন ১:১২-১৩)

"যারা খোদার শক্তি (পবিত্রাত্মা) দ্বারা পরিচালিত তারা খোদার পুত্র। কেননা তোমরা পুনরায় ভীত হওয়ার জন্য বন্ধনের শক্তি (আত্মা) লাভ করো নাই ; কিন্তু তোমরা পরিগ্রহণের শক্তি (আত্মা) অর্জন করেছো যদ্বারা আমরা চিৎকার করে বলি, আব্বা, পিতা। আমাদের আত্মার সংগে সেই আত্মা সাক্ষ্য দেয় যে আমরা খোদার পুত্র : এবং যদি সন্তানগণ—অতঃপর যারা উত্তরাধিকারী ; খোদার উত্তরাধিকারী এবং যীশুর সঙ্গে সহ-উত্তরাধিকারী ; যদি তাই হয় তা'হলে আমরা তাঁর সঙ্গে কষ্ট ভোগ করতে পারি, যাতে আমরাও একত্রে গৌরবের অধিকারী হতে পারি।" (রোমানস ৮:১৪-১৭ ।)

"দেখো, আমাদের উপর খোদার কিরূপ প্রেম বর্ষিত হয়েছে যার ফলে আমরা খোদার পুত্র বলে অভিহিত হয়েছি" (যোহন ৩:১১ ।) (ক্রমশঃ)

অনুবাদ : **মোঃ খলিলুর রহমান**

শুভ বিবাহ

গত ৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৮১ রোজ মঙ্গলবার পাবনা বাঘাবাড়ীর অন্তর্গত পাকতোলা গ্রাম নিবাসী মৌলভী জনাব এস, এস, রজব আলী সাহেবের প্রথমা কন্যা মোসাম্মাৎ মাহমুদা খাতুন (বেবী) এর শুভ বিবাহ বগুড়াস্থ আদবাড়ীয়া গ্রামের মৌলভী জনাব শাহ আফতাবউদ্দীন আহমদ সাহেবের দ্বিতীয় পুত্র শাহ হকিবউদ্দীন আহমদের সহিত পাঁচ হাজার টাকা দেনমোহরে ঢাকা দারুত তবলীগে বাদ মাগরিব সুসম্পন্ন হয়। বিবাহ পড়ান মৌলভী জনাব আবিদুল আজিজ সাদেক সাহেব (সদর মুরুব্বী)।

উক্ত বিবাহ সর্বাঙ্গীনভাবে মোবারক হওয়ার জন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট দোওয়ার আবেদন জানান যাইতেছে।

দোওয়ার আবেদন

সকল ভ্রাতা-ভগ্নী ও আত্মীয় স্বজনের প্রতি আমার শ্রদ্ধাপূর্ণ সালাম জানাইয়া বিশেষ ভাবে দোওয়ার আকুল আবেদন জানাইতেছি যে, আমি সুদীর্ঘকাল হইতে পেটের পীড়ায় মারাত্মক ভাবে ভুগিতেছি। বর্তমানে আমি এক নিদারুন অবস্থায় আছি। আল্লাহ্‌তায়ালা যেন আমায় আপনাদের নেক দোওয়ার বরকতে দ্রুত রোগ মুক্তি ও পূর্ণ স্বাস্থ্য দান করেন। আমীন।

খাকসার—**মোঃ মোস্তফা আলী পাটুয়ারী**

(নুছরতাবাদ আঃ আঃ) চর দুঃখীয়া

গণ্ডামারা, চাঁদপুর, কুমিল্লা

ইটালীর টুরিন শহরে সংরক্ষিত হযরত ঈসা (আঃ)-এর কাফন সম্পর্কে

নব আবিষ্কৃত কিছু বৈজ্ঞানিক তথ্য

আমেরিকা হতে ২২শে সেপ্টেম্বর ১৯৮১ ইং তারিখে
প্রকাশিত **'The Globe'** পত্রিকার বিশেষ প্রতিবেদন।

সেই রহস্যাবৃত কাফনটি

আগামী মাসে বিজ্ঞানীরা বিশ্ববাসীকে কোন নতুন তথ্য উপহার দিতে যাচ্ছে?

"টুরিনের (ইটালী) সেই রহস্যাবৃত কাফনের গোপন তথ্যগুলো, যা আজ প্রায় ৬০০ বছর যাবৎ বিজ্ঞানীদের বিভ্রান্ত করে রেখেছিলো, এখন উদ্‌ঘাটিত হতে যাচ্ছে।

বিশ্বের সর্বাধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির দ্বারা ১৪ ফুট X ৪ ফুট লিনেন কাপড়ের তৈরী এই কাফনের (যা কিনা বিশ্বের বহু কোটি খৃষ্টানের বিশ্বাস অনুসারে যীশু খৃষ্টেরই কাফন) সূক্ষ্মতম ও নিখুঁত পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। আর তা সম্পন্ন করেছেন একদল আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানী যাদের যন্ত্রপাতি গুলোর মধ্যে ছিলো এমন কিছু অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি যা ব্যবহার করা হয়েছে মহাকাশ-বিজ্ঞানের অত্যন্ত সূক্ষ্ম কারিগরী প্রকৌশলে। আগামী মাসে এই সব পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হবে। কিন্তু আমাদের প্রতিনিধি (THE GLOBE -এর প্রতিনিধি) এই রিপোর্টে অনেক তথ্যই এখন জানতে পেরেছেন। এগুলো নিম্নরূপঃ—

প্রথমতঃ এই কাফনটি কোন ক্রমে জাল বা নকল নয়। এর মধ্যে যে রক্তের দাগ দেখা গেছে তা মানুষেরই রক্তের দাগ, কোন রং বা রঞ্জক নয়।

দ্বিতীয়তঃ নির্দ্বিধায় এই কাফনটি এমন একজন লোকের, যাকে ক্রুশে চড়ানো হয়েছিলো; আর যিনি প্রচণ্ড শারীরিক নির্যাতনের শিকারও হয়েছিলেন।

বিজ্ঞানীরা (যাদের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র থেকে রয়েছেন ৪০ জন) এখন কম্পিউটার, ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ ও ছবি-বিশ্লেষক যন্ত্রের দ্বারা আনুসঙ্গিক তথ্যাদির বিশ্লেষণ করে একটি সচিত্র ও প্রমাণ্য প্রতিবেদন তৈরী করেছেন যাতে ২০০০ বছর পূর্বের এই মানুষটিকে কিভাবে মারা হয়েছিলো তা সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়েছে।

টুরিনের সেন্ট জন বাপ্টিষ্ট গীর্জা থেকে কাফনের তোলা ফটোগুলোর উপর যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীরা ক্যালিফোর্নিয়ার অন্তর্গত সান্তাবারবারায় অবস্থিত NASA (National Acrevantics and Space Administration)-এর বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারে একনাগাড়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম অনুসন্ধান কার্য পরিচালনা করেছেন। ভয়েজার-২ মহাশূন্য যানের তোলা

শনিগ্রহের সেই সাড়া জাগানো ছবি তোলার কৌশলগুলো এক্ষেত্রেও ব্যবহার করা হয়েছে। কিছু প্রকৌশলীও এই কাফনের গবেষণায় অংশ নেন যারা শনি গ্রহের উপরে NASA—তে কাজ করেছেন।'

অতঃপর এই ছবিগুলির বিশ্লেষণলব্ধ তথ্যাবলী ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক প্রমাণাদির ভিত্তিতে বিজ্ঞানীরা তাদের প্রতিবেদনটি তৈরী করেছেন যা পোপের কাছে পাঠানো হবে। কিন্তু ঘটনা চক্রে যে দিন এটা তার কাছে পাঠানোর কথা সেই দিনই তিনি সেন্টপিটার স্কোয়ারে গুলি-বিদ্ধ হয়ে আহত হন।

এখন বিশ্ববাসী এই সকল তথ্যাবলীর প্রকাশের অপেক্ষা করছে। আমাদের (The Globe -এর) প্রতিনিধি বিজ্ঞানীদের পাওয়া তথ্যাদির বিস্তারিত বিবরণ এবং গবেষকদের উপর এর প্রভাব আপনাদের কাছে তুলে ধরছেন। এদের অনেকেই টুরিন গিয়েছিলেন অবিশ্বাসী (নাস্তিক) অবস্থায়, এখন ফিরে এসেছেন বিশ্বাসী হয়ে।

সান্তাবারবারাস্থ ব্রুকস ইন্টিটিউট-এর বিভাগীয় প্রধান মিঃ ভারনন মিলার, যিনি গবেষক দলের প্রধান ফটোগ্রাফার হিসাবে টুরিন গিয়েছিলেন, তিনি জোর দিয়ে বলেন—"আমার ধারণা, এটা যীশু খ্রীষ্টের কাফন। যতদূর সম্ভব বৈজ্ঞানিক ও বস্তুগত বিশ্লেষণ করেই আমি এই উপসংহারে পৌঁছেছি।"

মহাশূণ্য যানের ক্যামেরা দিয়ে তোলা ছবিসমূহ ক্রুশীয় যন্ত্রণার মর্মন্তুদ ঘটনা প্রকাশ করেছে

মহাশূন্যযান ভয়েজার-২ এর তোলা শনিগ্রহের তাক-লাগানো ও সাড়া-জাগানো ছবিগুলো যে কৌশলে তোলা হয়েছিল অনুরূপ কৌশল প্রয়োগ করে এই পবিত্র কাফনের আশ্চর্যজনক ছবিগুলো তোলা হয়েছে।

গবেষণাগারের বিজ্ঞানীরা মহাশূন্য যুগের কারিগরী প্রকৌশল ব্যবহার করেছেন। এই কাফনের ছবিগুলির বিস্তারিত ও সূক্ষ্ম পরিস্ফুটন ও রংগিন বর্ধিতকরণ প্রক্রিয়ায়—যা ভয়েজার-২ এর তোলা অবিশ্বাস্য ফটোগুলির ক্ষেত্রেও করা হয়েছিলো, সে সব বিজ্ঞানী ও গবেষকরা এই প্রক্রিয়ায় এসব অসাধারন ছবিগুলির উপর কাজ করেছেন। তারা প্রশ্নাতীতভাবে এটা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে,—

—যার ছবি এই কাফনের কাপড়ে ভেসে উঠেছে তার হাতের কব্জিতে পেরেক গাঁথা হয়েছিলো, হাতের তালুতে নয়।

—একজন লম্বা ও একজন খাটো লোক তাকে ১০০ বারের বেশী চাবুকের আঘাতে জর্জরিত করেছিলো।

—তাকে তার পিঠে একটা ভারী বস্তু বহণ করতে হয়েছিলো যার ঘষা লেগে তার কাঁধ থেতলে গিয়েছিলো, আর খুব সম্ভবত কাঁধের একটি জোড়া খুলেও গিয়েছিলো।

—তাকে কোন ধারালো বস্তু সম্ভবতঃ কাঁটার টুপি পরানো হয়েছিল, যার ফলে মাথার খুলিতে অনেক কাটা-ছেঁড়া আর ছিদ্রের দাগ পড়েছে।

—তার ছড়ে যাওয়া ও কর্দমাক্ত হাটু থেকে এটা বোঝা যায় যে তিনি বার বার পড়ে যাচ্ছিলেন।

—ঘোড়ার লেজের গুচ্ছের মতো করে তার চুল বাধা ছিলো যা বাইবেলীয় যুগের প্রচলিত ফ্যাসান ছিলো।

—ডান দিকের পাঁজরে ৫ম ও ৬ষ্ঠ হাড়ের মাঝামাঝি দুই ইঞ্চি চওড়া ক্ষত, যা বর্শার আঘাতে সৃষ্ট হয়েছে বলে মনে হয়।

—তার দু'চোখের পাতায় তার মৃত্যুর (? পর রাখা হয়েছিল মুদ্রা যার একটিতে জুডিয়া যুগের মুদ্রা হিসাবে সনাক্ত করা গেছে—যা কিনা যীশুকে ক্রুশে দেওয়ার আদেশ দানকারী পন্টিয়াস পিলাতের সময়ই প্রচলণ করা হয়েছিল।

চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা উপসংহারে তথা এই সব সিদ্ধান্তে পৌঁছার পূর্বে এই সকল ছবির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করেছেন।

—তারা দেখতে পেলেন মানুষটি ছিলো ৫ফুট ১০॥ ইঞ্চি লম্বা, ১৭৫ পাউণ্ড ওজনের, প্রায় ৩০ বৎসর বয়স্ক আর অবিকল ইহুদী দৈহিক বৈশিষ্টের অধিকারী।

—তাকে ক্রুশে দেওয়ার আগে নির্মমভাবে তার মুখে আঘাত করা হয়েছে। তার নরম নাসিকা থেতলে গিয়েছিলো—সম্ভবতঃ ভেঙ্গেও গিয়েছিলো। তার দুটো চোখই ফুলে উঠেছিলো; একটি চোখের পাতা গভীরভাবে কাটা আর মুখমণ্ডলে কাটা ও ছড়ে যাওয়ার অনেক দাগ।

—পায়ের পাতা আর হাতের কব্জিতে পেরেক ঠোকার দাগ অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বুঝা যাচ্ছে। একটি ৭ ইঞ্চি পেরেক দিয়ে তার পায়ের পাতা কোন কিছুর সাথে আটকানো হয়েছিলো, কিন্তু তাতে তার পায়ের হাড় ভাঙ্গেনি।

—তার পিঠে ৯০ থেকে ১২০টি চাবুকের মতো দাগ দেখে বুঝা যায় যে এই ইহুদিটিকে রোমান সেনাধ্যক্ষরা চাবুক মেরেছিল। হিব্রু আইন অনুসারে কোন ব্যক্তিকে ৩৯ বারের বেশী চাবুক মারা হতো না। কিন্তু রোমান আইনে তেমন বাধাধরা নিয়ম ছিলো না।

—ঐ যুগে রোমনরা যে ধরনের চাবুক ব্যবহার করতো, অর্থাৎ দুই বা তিন ধাতব কাঁটাযুক্ত চাবুকের আঘাতের মতো ছিল এই ক্ষতগুলো। প্রহরীরা তার পিঠে কাঁধে আর পশ্চাদ্দেশে চাবুক মেরেছিল। লম্বামতো সৈনাটি ছিল ডান দিকে আর চাবুকের আঘাতগুলি তাকে পেঁচিয়ে গিয়ে পড়েছিল তার বুকে আর উরুতে এবং কেটে কেটে যাচ্ছিল ঐ সকল স্থান।

—কেন লোকটির বুড়ো আঙ্গুল দেখা যাচ্ছে না সেটার কারণও বৈজ্ঞানিকরা আবিষ্কার করেছেন। একটি নির্দিষ্ট কৌনিকভাবে পেরেক ঠোকা হয়; তখন তা গিয়ে মধ্যম শিরায় আঘাত করে, যার ফলে বুড়ো আঙ্গুল সংকুচিত হয়ে হাতের তালুতে চলে আসে। (ক্রমশঃ)

অনুবাদ: **মোঃ খলিলুর রহমান**
ও মোবাশ্বেরুর রহমান

ঢাকা বিভাগীয় মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার
২য় বার্ষিক ইজতেমা

সর্ব শক্তিমান আল্লাহ্‌তায়ালার খাস ফজল ও করমে অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে গত ৫, ৬ ও ৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮২ সন মোতাবেক রোজ শুক্র শনি ও রবিবার ঢাকায় দারুত তবলীগ প্রাংগণে কামিয়াবীর সাথে ঢাকা ভিবাগীয় মজলিস সমূহের ২য় বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়েছে—আলহামদুলিল্লাহ।

এই বা-বরকতময় ইজতেমায় ঢাকা বিভাগের ১৫টি স্থানীয় মজলিসের মধ্যে ১২টি মজলিসের কায়েদ/প্রতিনিধিসহ ১১৩জন খোদ্দাম ও ৭০জন আতফাল এবং বহু সংখ্যক আনসার সাহেবান যোগদান করেন। ইজতেমায় বাংলাদেশ মজলিসের মোহতরম জনাব ন্যাশনাল কায়েদ সাহেবসহ মজলিসে আমেলার সদস্যগণ, বিভাগীয় কায়েদ সাহেব ও জেলা কায়েদ সাহেবদ্বয় উপস্থিত ছিলেন।

শুক্রবার জুম'আ নামাযের পর আসর নামায জমা করে আদায়ের পর উদ্বোধনী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের পর নযম পাঠ করা হয়। মোহতরম জনাব ন্যাশনাল কায়েদ সাহেব সমবেত খোদ্দাম ও আতফালের আহাদ পাঠ করান। ইজতেমার উদ্বোধন করেন মোহতরম জনাব আমীর সাহেব, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া। উদ্বোধনী ভাষণে হযরত রসুলে করীম (সাঃ)-এর সুমহান চরিত্রের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিকের প্রতি আলোকপাত করেন এবং ইজতেমার কামিয়াবীর জন্য দোয়া পরিচালনা করেন। ইজতেমা কমিটির চেয়ারম্যান জনাব আহমদ এনামুল কবীর সাহেব যোগদানকারীদেরকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন।

তিন দিন ব্যাপী এই বরকতময় ইজতেমায় মোট আটটি অধিবেশন ছিল এবং তাহাজ্জুদ বাজামাত, ওয়াক্তিয়া নামায, জিকরে ইলাহী, দোওয়া ও ইস্তেগফার ও তালিমী অনুষ্ঠানসহ মনোরম পরিবেশে এদিনগুলি অতিবাহিত হয়। খোদ্দামুল আহমদীয়ার সাংগঠনিক আলোচনা সহ তালীম ও তরবিয়ত বিষয়ে শিক্ষামূলক বক্তব্য রাখেন জামাতের বিশিষ্ট বুজুর্গাণ। তাঁদের মধ্যে মোহতারম জনাব আমীর সাহেব ও নায়েব আমীর সাহেব, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া, নাযেমে আলা, বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লা, সেক্রেটারী তালিম, বাঃ আঃ আঃ, সদর মুরুব্বী সাহেবান এবং মোহতরম আমীর সাহেব, ঢাকা আঞ্জুমানে আহমদীয়া বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ইজতেমার দ্বিতীয় দিন শনিবার ভোর ৪-৩০ মিঃ বাজামাত তাহাজ্জুদ নামাযের দ্বারা সূচনা করা হয়, ফজর নামাজ আদায়ের পর খোদ্দাম ও আতফালদের মধ্যে কোরআন তেলাওযাত, নযম, বক্তৃতা লিখিত পরীক্ষা, পয়গামে রেসানী, আযান, ইত্যাদি বিষয়ে প্রতিযোগিতা হয়। সকালে ও বিকালে খেলাধুলার প্রতিযোগিতা হয়। তার মধ্যে ধীরগতি সাইকেল চালনা, গুলাইল স্যুটিং, ড্রিল, ব্যাডমিন্টন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। প্রতিটি প্রতিযোগিতায় বিপুল সংখ্যক খোদ্দাম

ও আতফাল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং বহু সংখ্যক খোদ্দাম ও আতফাল দর্শক হিসাবে উপভোগ করেন। সবগুলি প্রতিযোগিতায় সকলের মধ্যেই আন্তরিকতা এবং উন্নতমানের ফলাফলের জন্য আগ্রহ লক্ষ্য করা গেছে। যার ফলে বিগত বছরের তুলনায় সবগুলি বিষয়ে উন্নতি দেখা গেছে।

ইজতেমার তৃতীয় ও শেষ দিন বাজামাত তাহাজ্জুদের মাধ্যমে শুরু হয়। সকালের অধিবেশনে সাধারন ও প্রশ্নোত্তর আলোচনা সভায় মোহতরম আমীর সাহেব, মোহতরম ন্যাশনাল কায়েদ সাহেব, সদর মুরুব্বী সাহেব, নাযেমে আলা সাহেব সহ বিশিষ্ট বুজুর্গগণ খোদ্দাম ও আতফালদের বিভিন্ন মসলা মসায়েল ও সাধারন জ্ঞানের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন। এই অধিবেশনটি অত্যন্ত মনোরম ও শিক্ষনীয় পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর নামায যোহর-আসর আদায়ের পর তালিমী আলোচনা ও সাংগঠনিক আলোচনা সভা হয়। এতে সাংগঠনিক বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোকপাত করেন বাংলাদেশ মজলিসের জনাব ন্যাশনাল কায়েদ সাহেব ও নাযেম সাহেবানগণ।

সন্ধ্যার পর মাগরেব ও এশা নামাযের পর সমাপ্তি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। নসিহতমূলক আলোচনার পর মোহতরম জনাব আমীর সাহেব বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। এবারে প্রতিযোগিতায় ঢাকা মজলিস ১৮টি, তেজগাঁও মজলিস ১৭টি, নারায়ণগঞ্জ ১৯টি, মুন্সিগঞ্জ ৩টি, চরসিন্ধুর ১টি, কটিয়াদি ৫টি, জামালপুর ২টি ও সরিষাবাড়ী ১টি পুরস্কার লাভ করেন। এছাড়া যেসব আতফাল পুরস্কার পায়নি তাদেরকে সান্ত্বনা পুরস্কার দেয়া হয়।

সমাপ্তি ভাষণে মোহতরম জনাব আমীর সাহেব ইজতেমার শিক্ষামূলক বিষয়গুলি নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করে আল্লাহ্‌তায়ালার ফজল ও রহমের যোগ্য ওয়ারিশ হওয়ার দিকে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

মোহতরম ন্যাশনাল কায়েদ সাহেব আহাদ পাঠের পর ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে মোহতরম আমীর সাহেব সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

এই ইজতেমার উল্লেখযোগ্য বিষয়ছিল, ঢাকা বিভাগীয় মজলিস বাংলাদেশ মজলিস এবং মোহতরম জনাব আমীর সাহেবের অনুমোদনক্রমে চলতি বছরের ১৯৮২ সনের প্রথম বারের মত হযরত মসীহে মওউদ (আঃ) ও তাঁর পবিত্র খলিফাগণের ছবি ও অতি সম্প্রতি স্পেনের কর্ডোভায় নির্মিত আহমদীয়া জামাতের মসজিদের সদৃশ্য ছবিসহ একখানা মনোরম ক্যালেণ্ডার প্রকাশ করেন—যাযাকুমুল্লাহ আহসানুল যাযা।

মোঃ আবদুল জলিল
মোতামাদ, বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া।

এ মাসের পাঠ্য বই

মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার সকল খোদ্দাম ও আতফালের অবগতির জন্য জানান যাইতেছে যে মার্চ মাসের জন্য নির্ধারিত বই "ইসলামী নীতি দর্শন"।

সকল বিভাগীয়/জেলা ও স্থানীয় মজলিসের কায়েদ সাহেবগণ এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

নাজমুল হক
—নায়েব ন্যাশনাল কায়েদ ও নাযেম তালীম, বাঃ মঃ খোঃ আঃ

চট্টগ্রাম বিভাগীয় মজলিশে খোদ্দামুল আহমদীয়ার
৬ষ্ট বার্ষিক ইজতেমা

আল্লাহ্‌তায়ালার অশেষ ফজল ও করমে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং অত্যন্ত সফলতার সাথে গত ১৩ ও ১৪ই ফেব্রুয়ারী ৮২ ইং রোজ শনি ও রবিবার চট্টগ্রাম বিভাগীয় মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার ৬ষ্ট বার্ষিক ইজতেমা ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মসজিদ-এ-মোবারকে সুসম্পন্ন হয়— আল-হামদুলিল্লাহ।

বাজামাত তাহাজ্জুদ, জিকরে ইলাহী, দোয়া, ইস্তেগফার, দরসে কোরআন পাক, দরসে হাদীস, দ্বীনি তালীম-তরবিয়তী বক্তৃতা ও প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানসহ আধ্যাত্মিক ও শিক্ষামূলক ভাবগম্ভীর পরিবেশে এ দুদিন অতিবাহিত হয়।

এ বিভাগে মোট ১৬টি মজলিসের মধ্যে ১৩টি মজলিসের কায়েদ বা তার প্রতিনিধিসহ মোট ১৮৫ জন খোদ্দাম ও ৮৩ জন আতফাল ইজতেমায় যোগদান করেন। ইজতেমায় যোগদানের উদ্দেশ্যে ঢাকা থেকে বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লার নাযমে আলা জনাব ওবায়দুর রহমান ভূইয়া সাহেব, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার সেক্রেটারী তালিম জনাব মোঃ খলিলুর রহমান সাহেব, সদর মুরুব্বী মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব, মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশের ন্যাশনাল কায়েদ জনাব মোঃ হাবিবুল্লাহ্ সাহেব এবং মোতামাদ জনাব মোঃ আবদুল জলিল সাহেব আগমন করেন। এছাড়া চট্টগ্রাম বিভাগীয় কায়েদ জনাব নজির আহমদ সাহেব, কুমিল্লা-সিলেট জেলার কায়েদ জনাব মোঃ আবদুল হাদী ও চট্টগ্রাম-নোয়াখালী জেলার জেলা কায়েদ জনাব নঈম তাফভীজ সাহেব এতে উপস্থিত ছিলেন।

সুসজ্জিত 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' ও 'আলাইসাল্লাহু বেকাফিন আবদাহু' পোষ্টারিং দ্বারা ইজতেমা প্রাংগন সাজানো হয়। ১৩ই ফেব্রুয়ারী, শনিবার দুপুর ২-৩০ মিঃ বাজামাত জোহর এবং আসর বাজামাত জমা পড়ার পর ইজতেমার কর্মসূচী শুরু হয়। তেলাওয়াতে কোরআন পাক, নজম ও আহাদপাঠের পর স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব ইদ্রিছ আহমদ সাহেব উদ্বোধনী ভাষণ দেন এবং ইজতেমায়ী দোওয়া পরিচালনা করেন। অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন, কুমিল্লা ও সিলেট জেলার জেলা কায়েদ এবং ইজতেমা কমিটির চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আবদুল হাদী সাহেব। কর্মসূচী অনুযায়ী 'খোদ্দামুল আহমদীয়ার দায়িত্ব ও কর্তব্য' সম্পর্কে বাংলাদেশ মজলিসের মোতামাদ জনাব আবদুল জলিল সাহেব বক্তব্য পেশ করেন। তিনি মজলিসের সাথে খোদ্দাম ও আতফালের সম্পর্ক ও অভিভাবক মহোদয়ের করণীয় বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করেন। "কাদীয়ানে জামাতে আহমদীয়া জলসা সালানার অভিজ্ঞতা"-এর উপর জনাব ফজলুর রহমান জাহাঙ্গীর সাহেব সংক্ষিপ্ত অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। সদর মোয়াল্লেম মৌঃ ছলিমুল্লাহ সাহেব 'এতায়াতে নেযামে'-এর উপর উল্লেখযোগ্য শিক্ষামূলক ভাষণ প্রদান করেন। জনাব ন্যাশনাল কায়েদ

সাহেব ও সভাপতির সংক্ষিপ্ত ভাষণের পর খেলাধুলা প্রতিযোগিতার জন্য প্রথম অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

বাদ মাগরেব ও এশা অংশগ্রহণকারী মজলিস সমূহের কায়েদ অথবা তাদের প্রতিনিধিদের সাথে জনাব ন্যাশনাল কায়েদ সাহেব সাংগঠনিক আলোচনায় মিলিত হন। এ আলোচনায় বাংলাদেশ মজলিসের মোতামাদ সাহেব, চট্রগ্রাম বিভাগীয় কায়েদ সাহেব ও জেলা কায়েদ সাহেবদ্বয় উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য যে, কুমিল্লা মজলিসের কায়েদ জনাব আবুল কাশেমের নেতৃত্বে তিন সদস্যের একটি সাইকেল টিম দীর্ঘ ৫০ মাইল অতিক্রম করে ইজতেমায় যোগদান করেন।

১৪ই ফেব্রুয়ারী, ৮২ ভোর ৪-৪৫ মিঃ বাজামাত তাহাজ্জুদ নামাজের মাধ্যমে দিনের কর্মসূচী উদ্বোধন করা হয়। নামাজ ফজরের পর মোহতরম জনাব ওবায়দুর রহমান ভূইয়া সাহেব পবিত্র কোরআনের সুরা ইউসুফের ১ম রুকু থেকে দরস দেন। হাদীস থেকে দরস প্রদান করেন মৌঃ ছলিমুল্লাহ সাহেব, সদর মোয়াল্লেম। নাস্তার পর তিফলদের আযান প্রতিযোগিতা, খোদ্দাম ও আতফালের নযম, বক্তৃতা এবং লিখিত দ্বীনি মালুমাতের পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। সকালে মজলিস ভিত্তিক বিভাগীয় ভলিবলের সেমি ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়। ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও তারুয়া মজলিস ফাইনালে উন্নীত হয়। উপরোক্ত প্রতিযোগিতায় বিপুল সংখ্যক খোদ্দাম ও আতফাল অত্যন্ত আগ্রহ, আন্তরিকতা ও উৎসাহের সহিত উত্তম ফলাফলের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বীতায় অবতীর্ণ হন।

দুপুরে খাওয়ার পর নামাজ যোহর-আসর বাজামাত আদায়ের পর তালিমী অধিবেশন শুরু হয়। তেলাওয়াতে কোরআন পাকের পর নযম পাঠ করা হয়। বহির্বিশ্বে জামাতে আহমদীয়ার বিভিন্ন কার্যক্রমের উপর বক্তব্য রাখেন জনাব বি, এ, এম, এ, সাত্তার সাহেব উল্লেখযোগ্য যে তিনি চট্টগ্রাম যাওয়ার পথে ইজতেমায় অংশগ্রহণের জন্য এখানে অবস্থান করেন। এই অধিবেশনে বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার সেক্রেটারী তালীম জনাব মোহাম্মদ খলিলুর রহমান সাহেব অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায়, হৃদয়গ্রাহী, ঈমানবর্ধক জ্ঞানগর্ভ সময়োপযোগী শিক্ষামূলক ভাষণ দান করেন। তাঁর বিষয়বস্তু ছিল "জামাতে আহমদীয়ার তালিমী পদ্ধতি এবং ইসলামের বিশ্ব বিজয়"। তিনি খোদ্দাম ও আতফালকে শিক্ষাক্ষেত্রে উত্তম ফলাফলের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বুঝিয়ে দেন।

অধিবেশন শেষে ভলিবলের ফাইনাল খেলা শুরু হয়। দীর্ঘ ৭ বৎসর পর তারুয়া মজলিস ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মজলিসকে ২-০ গেমে পরাজিত করে বিভাগীয় ভলিবল কাপের চ্যাম্পিয়ানশীপ লাভের গৌরব অর্জন করেন।

ইজতেমার সমাপ্তি অধিবেশন সন্ধ্যা মাগরেব ও এশা বাজামাত আদায়ের পর শুরু হয়। এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম জনাব ওবায়দুর রহমান ভুইয়া সাহেব। পবিত্র কোরআন ও নজম পাঠের মাধ্যমে সভার কাজ শুরু করা হয়। তেলাওয়াত করেন

চট্টগ্রাম মজলিসের বড় গ্রুপের তিফল জনাব সোহেল আহমদ। সুললিত কণ্ঠে নযম পাঠ করেন ঘাটুরা মজলিসের বড় গ্রুপের তিফল জনাব এস, এম, শহিদুল্লাহ। অধিবেশনের অন্যান্য আকর্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে ছিল, মজলিসের অভিভাবকদের যৌথ প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ চট্টগ্রাম মজলিসের তিফল জনাব মঞ্জুর আহমদ "নামাযের গুরুত্ব" শীর্ষক বক্তৃতা দিয়ে শ্রোতৃ মণ্ডলীকে বিমোহিত করে তোলে।

এই অধিবেশনে সদর মুরুব্বী মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব ঘণ্টাকাল ব্যাপী "জামাতে আহমদীয়ার কেন্দ্রীয় সালানা জলসা গালাবায়ে ইসলামের প্রতিচ্ছবি" বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ তথ্য ও তত্ত্বমূলক এবং জলসার অভিজ্ঞতার উপর সারগর্ভ ভাষণ প্রদান করেন। জলসায় খোদ্দামুল আহমদীয়ার খেদমতের উদাহরণও তাঁর বক্তৃতায় পেশ করেন। অতঃপর মোহতরম জনাব ন্যাশনাল কায়েদ সাহেব ইসলামের প্রাথমিক যুগে ধর্মের পথে ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য খোদ্দাম, আনসার এবং লাজনাদের ভূমিকা উল্লেখ করে অত্যন্ত জোরালো ভাষায় শিক্ষনীয় বিষয়ের উপর আলোকপাত করে বক্তব্য রাখেন। সভাপতির ভাষণের পূর্বে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন জনাব নাযমে আলা সাহেব, বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহ। সভপতির ভাষণের পর শুকরিয়া আদায় করেন চেয়ারন্যান ইজতেমা কমিটি ; সবশেষে মোহতরম ন্যাশনাল কায়েদ সাহেব আহাদ পাঠ করান। ইজতেমায়ী দোওয়ার পর দুইদিন ব্যাপী স্থায়ী চট্রগ্রাম বিভাগীয় ৬ষ্ঠ বার্ষিক ইজতেমার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মোঃ আবদুল জলিল
মোতামাদ,
বাঙলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া

জরুরী বিজ্ঞপ্তি

সকল স্থানীর মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার কায়েদ সাহেবদিগকে জানান যাইতেছে যে, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার আসন্ন ৫৯তম সালানা জলসা উপলক্ষে প্রত্যেক মজলিস হইতে তাহাদের শতকরা ৫০÷ ভাগ খোদ্দাম জলসায় বিভিন্ন কাজের জন্য পেশ করিতে হইবে।

যে সকল খোদ্দাম উক্ত জলসায় খেদমতে-খালক সহ বিভিন্ন বিভাগে কাজ করিবেন তাহাদের প্রকৃত তালিকা জলসার পূর্বেই নিম্ন ঠিকানায় খাকসারের নিকট পাঠাইতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাইতেছে। জলসার কামিয়াবীর জন্য নিয়মিত খাসভাবে দোয়া জারী রাখিবেন।

মোঃ আবদুল জলিল
মোতামাদ বাঃ মঃ খোঃ আঃ

বিভিন্ন জামাতে মোসলেহ মওউদ দিবস উদ্‌যাপিত

ঢাকা ঃ আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে গত ২১শে ফেব্রুয়ারী রবিবার বাদ আসর ৪, বকশী বাজারস্থ দারুত তবলীগ মসজিদে ঢাকা জামাতের উদ্যোগে মোসলেহ মওউদ দিবস উপলক্ষে এক মনোজ্ঞ আলোচনা সভা বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার মোহতরম আমীর সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। পবিত্র কোরআন তেলয়াত, নযম পাঠ ও সম্মিলিত দোওয়ার মাধ্যমে সভা শুরু হয়। অতঃপর মোসলেহ মওউদ দিবসের তাৎপর্য, মোসলেহ মওউদ সংক্রান্ত ঐশ্বরিক ভবিষ্যদ্বাণী এবং উহার পূর্ণতা, বিশ্বের বুকে কুরআনের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠতা প্রতিষ্ঠায় মোসলেহ মওউদ (রাঃ) প্রণীত পবিত্র কোরআনের তফসির ও বিশ্বব্যাপী কুরআন প্রচারের নজীরবিহীন ব্যবস্থা এবং সংগঠক হিসাবে হযরত মোসলেহ মওউদ (রাঃ) বিষয়াবলীর উপর জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা করেন যথাক্রমে মৌঃ মকবুল আহমদ খান, আমীর ঢাঃ আঃ আঃ, জনাব ডাঃ আবদুস সামাদ খান চৌধুরী, নায়েবে আমীর বাঃ আঃ আঃ, মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী ও মৌঃ খলিলুর রহমান সাহেব, সেক্রেটারী তালিম ও তরবীয়ত বাঃ আঃ আঃ।

পরিশেষে সভাপতি মোহতরম আমীর সাহেব (বাঃ আঃ আঃ) হযরত মোসলেহ মওউদ (রাঃ)-এর অসাধারণ প্রতিভা ও গুণাবলী এবং ইসলামের বিশ্ব বিজয়ের লক্ষ্যে তাঁহার চিরস্থায়ী কল্যাণময় অবদান ও ব্যবস্থাবলী সম্বন্ধে সারগর্ভ ভাষণ দান এবং দোওয়া করিয়া সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। উল্লেখ্য, সভাশেষে উপস্থিত সকলের মধ্যে মিষ্টান্ন পরিবেশন করা হয়।

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ঃ মুসলেহ মওউদ দিবস উপলক্ষে ২০শে ফেব্রুয়ারী বিকাল ৪টায় স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত এবং নযম পাঠের পর মুসলেহ মওউদ (রাঃ) সংক্রান্ত মহান ভবিষ্যদ্বানী ও তাঁহার গুণাবলী এবং পবিত্র কর্মময় জীবনের বিভিন্ন দিক দিয়া আলোচনা করেন ডাঃ মোঃ সানোয়ার হোসেন সাহেব, মোঃ আবদুল হাদী জিলা কায়েদ এবং জনাব মৌলভী সলিমুল্লাহ সাহেব। সভাপতির ভাষণ এবং এজতেমায়ী দোওয়ার পর উপস্থিত সকলের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ করা হয়।

—**আবদুল হাদী**, জেলা কায়েদ

নারায়ণগঞ্জ ঃ নারায়ণগঞ্জ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার উদ্যোগে ২০শে ফেবরুয়ারী '৮২ইং রোজ শনিবার স্থানীয় জামাতের মসজিদে আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে কামিয়াবীর সহিত মোসলেহ মওউদ দিবস অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন জামাতের প্রেসিডেন্ট মুনশী আবদুল খালেক সাহেব। পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত এবং নজম পাঠের পর সভার কাজ আরম্ভ হয়। হযরত মোসলেহ মওউদ (রাঃ) এর জীবনের বিভিন্নদিক নিয়ে সভায় আলোচনা করেন সদর মুরুব্বী মৌঃ আবদুল আজিজ সাদেক সাহেব। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব রাখেন জনাব এ. টি, এম, শফিকুল ইসলাম সাহেব, জনাব এ. কে. এম. খুরশীদ আহমদ সাহেব, জনাব জাহেদুর রহমান সাহেব, জনাব রফিউদ্দিন আহমদ, জনাব চৌধুরী আতিকুল ইছলাম সাহেব। ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে সভা সমাপ্ত হয়। অনুষ্ঠানের দিন সমগ্র মসজিদ সবুজ কাগজ দিয়ে সজ্জিত করা হয়। সভা শেষে উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে মিষ্টান্ন বিতরণ করা হয়।

মইনউদ্দিন আহমদ, জেনারেল সেক্রেটারী নারায়ণগঞ্জ আঃ আঃ

খরমপুর ঃ খরমপুর জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব গোলাম মওলা খাদেম সাহেবের সভাপতিত্বে ২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখে 'মুসলেহ মওউদ দিবস' উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও নজম পাঠের পর মুসলেহ মওউদ সম্বন্ধীয় ভবিষ্যদ্বাণী ও উহার পূর্ণতা এবং তাঁহার কর্মময় জীবন ও কার্যাবলীর উপর আলোকপাত করিয়া বক্তব্য রাখেন জনাব ইয়াহইয়া লস্কর এবং জনাব সভাপতি সাহেব।

উল্লেখ্য যে, উক্ত জামাতে একটি নতুন মসজিদ স্থাপিত হইয়াছে। সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির খেদমতে দোওয়ার আবেদন উহা যেন অত্র অঞ্চলের জন্য বাবরকত ও কল্যাণকর হয়। আমীন।

মোঃ ইয়াহইয়া লস্কর, কায়েদ, খরমপুর মঃ খোঃ আঃ)

কামালপুর, (নোয়াখালী):

কামালপুর জামাত আহমদীয়ার উদ্যোগে স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব মখলেসুর রহমান সাহেবের সভাপতিত্বে ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে মুসলেহ মওউদ দিবস পালিত হয়। আলোচনা সভায় জনাব নজির আহমদ ভুইয়া সাহেব এবং সভাপতি সাহেব হযরত মুসলেহ মওউদের (রাঃ) পবিত্র জীবন এবং সুদূর প্রসারী অসাধারন কার্যাবলীর উপর বিস্তারিত আলোকপাত করেন। সভাশেষে উপস্থিত সকলের মধ্যে মিষ্টান্ন পরিবেশণ করা হয়।

তারুয়া আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৪৭তম বার্ষিক জলসা অনুষ্ঠিত

আল্লাহ্‌তায়ালার বিশেষ কৃপায় গত ৬ ও ৭ই ফেব্রুয়ারী রোজ শনি ও রবিবার তারুয়া আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৪৭তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। আলহামদুলিল্লাহ। উক্ত জলসায় ঢাকা হইতে এক বিশেষ প্রতিনিধি দল যোগদান করেন। উক্ত প্রতিনিধী দলের মধ্যে ছিলেন আলী কাসেম খান চৌধুরী সাহেব, মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমূদ সাহেব, মৌঃ সালাহউদ্দীন খন্দকার সাহেব, মৌঃ শহিদুর রহমান সাহেব ও মৌঃ রেজাউল করিম সাহেব। এ ছাড়াও বাংলাদেশ মজলিসে খোঃ আঃ-এর পক্ষ হইতে জনাব নাজমুল হক, নায়েব ন্যাশনাল কায়েদ ও জনাব বোরহানুল হক সাহেবও উক্ত জলসায় অংশ গ্রহণ করেন।

উক্ত জলসা অত্যন্ত কামিয়াবির সহিত সুসম্পন্ন হয় এবং প্রায় পাঁচ শত লোক যোগদান করেন। ঢাকা হইতে আগত প্রতিনিধীগণ এবং স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট ডঃ আহমদ আলী সাহেব, মৌঃ মোস্তফা আলী সাহেব ও ডঃ আবুল কাশেম সাহেব বক্তৃতা করেন। ইহা ছাড়াও মৌঃ সৈয়দ এজাজ আহমদ সাহেব এবং মৌঃ সলিমুল্লাহ সাহেব তাঁহাদের মূল্যবান ভাষণ দান করেন।

(বিশেষ সংবাদদাতা)

খোদ্দামুল আহমদীয়ার স্থানীয় মজলিসের জ্ঞাতব্য বিষয়

যে সকল স্থানীয় মজলিস এখনও খোদ্দাম ও আতফালের তাজনিদ ও বাজেট বাংলাদেশ মজলিসে প্রেরণ করেন নাই, তাহারা আসন্ন জলসার সময় উক্ত তাজনিদ ও বাজেট অবশ্যই অত্র দফতরে জমা দিবেন।

মোঃ বোরহান উল হক, নাযেম তাজনিদ

ও

মোঃ শাহাবুদ্দিন, নাযেম মাল, বাঃ মঃ খোঃ আঃ আঃ

দোওয়ার আবেদন

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জামাতের নিম্নরূপ ৪ জন প্রবীণ আহ্‌মদী দীর্ঘ দিন যাবৎ শয্যাশায়ী অবস্থায় অসুস্থ রহিয়াছেন। তাঁহাদের আরোগ্য ও দীর্ঘায়ু লাভের জন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নীর নিকট খাসভাবে দোওয়ার আবেদন করা যাইতেছে—

১। মৌঃ সৈয়দ সাঈদ আহ্‌মদ সাহেব (৯৫) ২। মীর আবদুস সাত্তার সাহেব (৮৫) ৩। মাষ্টার আবদুল মতিন চৌধুরী সাহেব (৭৮) ৪। মুন্সী হুসেন আলী সাহেব (৮০)।

বাংলাদেশ আঞ্জুমান-এ-আহমদীয়ার

৫৯তম সালানা জলসা

তারিখ : ১২, ১৩ ও ১৪ই মার্চ, ১৯৮২ ইং

রোজ : শুক্রবার, শনিবার ও রবিবার

স্থান : ৪, বকশী বাজার রোড, ঢাকা

বাংলাদেশ জামাত আহমদীয়ার ৫৯তম বার্ষিক জলসা হযরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)-এর অনুমোদনক্রমে ১২, ১৩ ও ১৪ই মার্চ ১৯৮২ ইং তারিখে ৪ নং বকশী বাজার রোড, ঢাকায় দারুত তবলীগ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হইবে, ইনশাআল্লাহ্।

এই মহান ধর্মীয় সম্মেলনে জামাতে আহমদীয়ার বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ও আলেমগণ এবং কেন্দ্রীয় বুজুর্গানে-দ্বীন বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় বিষয়ের উপর জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিবেন।

উল্লেখযোগ্য যে, মরকজ হইতে ৩ জন বুজুর্গাণ এবার জলসায় যোগদান করিবেন।

জলসার সার্বিক কামিয়াবীর জন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নী খাসভাবে দোওয়া করিবেন। জলসার চাঁদার জন্য প্রত্যেক জামাত ও ব্যক্তি বিশেষের নিকট কেন্দ্রীয় জলসা কমিটির পক্ষ হইতে যে সকল পত্র দেওয়া হইয়াছে তদনুযায়ী প্রত্যেক জামাত এবং ভ্রাতা ও ভগ্নী স্ব স্ব ধার্যকৃত সালানা জলসার চাঁদা এই সংক্রান্ত লাজেমী চাঁদাসহ আদায় করিয়া আল্লাহ্‌তায়ালার অশেষ রহমত ও বরকতের উত্তরাধিকারী হউন। আমীন।

'যতদূর সম্ভব সাধ্যমত (সালানা জলসায়) নির্ধারিত তারিখগুলিতে উপস্থিত হওয়ার জন্য ভবিষ্যতে আজীবন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হউন এবং দেল ও জানের দৃঢ়সংকল্প সহকারে (প্রতিবারই জলসায়) উপস্থিত হইতে থাকুন।"

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

"সালানা জলসার খেদমতকে সাধারণ ও তুচ্ছ জ্ঞান করিবে না—ইহা তো মহা বরকতপূর্ণ ও কল্যাণময় খেদমত।"

—হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)

আহ্‌মদীয়া জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা
হযরত ইমাম মাহদী মসীহ মওউদ (আঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত
বয়াত (দীক্ষা) গ্রহণের দশ শর্ত

বয়াত গ্রহণকারী সর্বান্তকরণে অঙ্গীকার করিবে যে,—

(১) এখন হইতে ভবিষ্যতে কবরে যাওয়া পর্যন্ত শির্‌ক (খোদাতায়ালার অংশীবাদীতা) হইতে পবিত্র থাকিবে।

(২) মিথ্যা পরদার গমন, কামলোলুপ দৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা, জুলুম ও খেয়ানত, অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ হইতে দূরে থাকিবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যত প্রবলই হউক না কেন তাহার শিকারে পরিণত হইবে না।

(৩) বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসুলের হুকুম অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িবে; সাধ্যানুসারে তাহাজ্জুদের নামায পড়িবে, রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ পড়িবে, প্রত্যেহ নিজের পাপ সমূহের ক্ষমার জন্য আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট প্রার্থনা করিবে ও এস্তেগফার পড়িবে এবং ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে, তাঁহার অপার অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া তাঁহার হাম্‌দ ও তারিফ (প্রশংসা) করিবে।

(৪) উত্তেজনার বশে অন্যায়রূপে, কথায়, কাজে বা অন্য কোন উপায়ে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট কোন জীবকে, বিশেষতঃ কোন মুসলমানকে কোন প্রকার কষ্ট দিবে না।

(৫) সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদাতায়ালার সহিত বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবে। সকল অবস্থায় তাঁহার সাথে সন্তুষ্ট থাকিবে। তাঁহার পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত থাকিবে, এবং সকল অবস্থায় তাঁহার ফয়সালা মানিয়া লইবে। কোন বিপদ উপস্থিত হইলে পশ্চাদপদ হইবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হইবে।

(৬) সামাজিক কদাচার পরিহার করিবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হইবে না। কুরআনের অনুশাসন ষোলআনা শিরোধার্য করিবে, এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ ও রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের আদেশকে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে অনুসরণ করিয়া চলিবে।

(৭) ঈর্ষা ও গর্ব সর্বোতভাবে পরিহার করিবে। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার ও গাম্ভীর্যের সহিত জীবন-যাপন করিবে।

(৮) ধর্ম ও ধর্মের সম্মান করাকে এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ ধন-প্রাণ, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রিয়জন হইতে প্রিয়তর জ্ঞান করিবে।

(৯) আল্লাহ্‌তায়ালার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁহার সৃষ্ট-জীবের সেবায় যত্নবান থাকিবে, এবং খোদার দেওয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানব কল্যাণে নিয়োজিত করিবে।

(১০) আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালন করিবার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের (অর্থাৎ হযরত মসীহ মাওউদ আলাইহিস্ সালামের) সহিত যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হইল, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাহাতে অটল থাকিবে। এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এত বেশী গভীর ও ঘনিষ্ঠ হইবে যে, দুনিয়ার কোন প্রকার আত্মীয় সম্পর্কের মধ্যে উহার তুলনা পাওয়া যাইবে না। (এশতেহার তকমীলে তবলগী, ১২ই জানুয়ারী, ১৮৮৯ইং)

আহমদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফ আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না ল'নাতল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"
অর্থাৎ, "সাবধান, নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ, পৃঃ ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press
for the propprietors, Bangladesh Anjuman-E-Ahmadiyya.
4, Bakshibazar Road, Dacca-1.
Phone No. 283635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar